এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

রবি সাহিত্য সংস্কৃতি
সোম স্বাস্থ্য বীমা
মঙ্গল শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি
বুধ ভ্রমণের টুকিটাকি
বৃহস্পতি খেলার জগৎ
শুক্র সিনেমা অনুষঙ্গ
শনি অর্ধেক আকাশ

৫ বাঁকুড়ার হলুদকানালি উন্নয়নে বিশেষ নজর মুখ্যমন্ত্রীর
শ্যাম সাদের পরিবারকে ১০ লক্ষ আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর ৬

কলকাতা ১৩ নভেম্বর ২০২৬ ২৬ কার্তিক ১৪৩৩ শুক্রবার বিংশ বর্ষ ১৫১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 13.11.2026, Vol.20, Issue No. 151, 8 Pages, Price 3.00

আসিয়ানে প্রধানমন্ত্রী



■ ফিলিপিন্সের রাজধানী ম্যানিলায় আগামী ১৬-১৮ নভেম্বর দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোর জোট আসিয়ানের ৪৯তম শীর্ষ সম্মেলন হবে। সেখানে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার বিদেশ মন্ত্রকের তরফে এ খবর জানানো হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রকের সচিব (পূর্ব) রুদ্রেন্দ্র ট্যান্ডন জানিয়েছেন, একই সময় ম্যানিলায় ফিলিপিন্সের প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোস জুনিয়রের সভাপতিত্বে আয়োজিত ২১তম ইস্ট এশিয়া সামিট-এও প্রধানমন্ত্রী যোগ দেবেন। ইস্ট এশিয়া সামিট-এ বর্তমানে ১৯টি সদস্য রাষ্ট্র রয়েছে।

সরল অভিষেকের বাড়ির সামনের অস্থায়ী গেট

দুয়ারে বুলডোজার



নিজস্ব প্রতিবেদন: কালীঘাটে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনের সামনের ফুটপাথ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল অস্থায়ী কাঠামো ও গেট। বুধবার রাত থেকে শুরু হওয়া উচ্ছেদ অভিযান বৃহস্পতিবার সকালে আরও জোরদার করা হয়। এদিন পুরসভার বুলডোজার এনে ফুটপাথের উপর তৈরি অস্থায়ী নির্মাণ ভেঙে দেয় কলকাতা পুরসভার কর্মীরা। যে কোনও অনাবশ্যক পরিস্থিতি এড়াতে গোটা এলাকায় মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পাশাপাশি এই অভিযানের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও।

এই উচ্ছেদ অভিযানের সময় অভিষেকের সঙ্গে রাজ্য প্রশাসনের সংঘাত নতুন মাত্রা পেল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বুধবারই কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে তাঁর বাড়ির আশপাশে নজরদারি চালানোর অভিযোগ তুলেছিলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার হস্তক্ষেপও চেয়েছিলেন তিনি। তার পরেই বাড়ির সামনের অস্থায়ী কাঠামো সরানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হল।

যদিও বৃহস্পতিবার সকালে নিজের ফেসবুক পোস্টে এই অভিযানের বিরুদ্ধে সরব হন অভিষেক। তাঁর বক্তব্য, বুলডোজার চালিয়ে তাঁর প্রতিবাদ থামানো যাবে না। তিনি লেখেন, 'হাজার হাজার বুলডোজার নামিয়েও আমার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করা যাবে না, আমার অদম্য জেদ আর সংকল্পকে টলানো যাবে না।' এর পাশাপাশি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেও এদিন আক্রমণ শানিয়েছেন তিনি। নিজের পোস্টে অভিষেক লেখেন, 'বাংলা বিরোধীদের বিরুদ্ধে আমার লড়াই চলবে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যা পারে করুক। অন্যায়ের কাছে, বেইমান বহিরাগত বাংলা বিরোধীদের কাছে মাথা নত করব না। এক ইঞ্চিও পিছু হটব না।'

এর আগে জুলাই মাসে দক্ষিণ ২৪ পরগনার আমতলায় অভিষেকের বন্ধ অফিসেও অবৈধ নির্মাণ সরানোর অভিযান হয়েছিল। পরে কলকাতা হাইকোর্ট ওই অফিসে ভাঙার কাজ পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়। যদিও কালীঘাটের এই অভিযানের পিছনে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বিস্তারিত ব্যাখ্যা এখনও স্পষ্ট আসেনি। তবে বাড়ির সামনের ফুটপাথ থেকে অস্থায়ী কাঠামো সরানোর ঘটনা এবং একই সময়ে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিষেকের নজরদারির অভিযোগ, এই দুইয়ের জেরে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে চাপানউতোর শুরু হল বলেই মনে করছেন রাজ্যের রাজনৈতিক মহল।



বৃহস্পতিবার হাওড়ার শিবপুরে জগৎ ব্যানার্জি ঘাট রোড অবস্থিত কাজীপাড়ায় সনাতন সৈনিক পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত ছটপুজো উপলক্ষে পুজোর সামগ্রী ও শাড়ি বিতরণ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম ও পরিবহণ দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং, পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী উমেশ রাই, বালির বিধায়ক সঞ্জয় সিং, বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি মনোজ পাণ্ডে ও অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক প্রমোদ সিং সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ছবি: অদিতি সাহা



বৃহস্পতিবার বাঁদনা পরবে অংশগ্রহণ করে বাঁকুড়ায় আদিবাসী মহিলাদের হাতে ফোটা নেন, পিঠে খান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

স্বস্তি জলে, মেরামতি শেষে ছন্দে পরিষেবা



নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার থেকে দীর্ঘ ৭২ ঘণ্টার লড়াইয়ের পর, অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিল উত্তর কলকাতার বাসিন্দারা। উৎসবের মরশুমে টানা তিন দিনের জলকষ্ট অবশেষে বৃহস্পতিবার মিটল। এদিন বেলা ১১টা থেকে উত্তর ও মধ্য কলকাতার ৩৫টি ওয়ার্ডে ফের পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছতে শুরু করল কলকাতা পুরসভা। তিনদিন ধরে জল সরবরাহ বিভাগের কর্মীদের লাগাতার প্রচেষ্টায় শুক্রবারের নির্ধারিত সময়ের আগেই মেরামতির কাজ শেষ হওয়ায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন নাগরিকেরা। তবে এই সাময়িক স্বস্তির আড়ালেও শহরের শতাধীপ্রাচীন ভূগর্ভস্থ পরিকাঠামোর ভগ্নদশা এবং জরুরি অবস্থায় পুরসভার বিকল্প ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

এই প্রসঙ্গে কাশীপুর-বেলগাছিয়া কেন্দ্রের বিধায়ক রিতেশ তিওয়ারি জানান, 'স্বাধীনতার আগে থেকে এই পাইপলাইন দিয়েই কলকাতায় জল সরবারহ করা হচ্ছে। যদিও স্বাধীনতার পর থেকে আজ অবধি এই পাইপলাইনের যথাযথ রক্ষনাবেক্ষণ ও বিকল্প পাইপলাইন তৈরির কোনও চেষ্টা করা হয়নি। তৃণমূল শুধু ১৫ বছর ধরে কলকাতার রাস্তায় রং ছাড়া আর কিছুই করেনি।' পুরসভার এক শীর্ষ আধিকারিকের কথায়, 'বহু পুরনো এই কাঠামো মেরামত করা কারিগরি দিক থেকে অত্যন্ত জটিল ছিল। তবু সাধারণ মানুষের অসুবিধার কথা ভেবে অতিরিক্ত লোকবল নামিয়ে সময়ের আগেই কাজ শেষ করা হয়েছে।'

এই বিষয়ে পুরসভার দাবি, বুধবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত কলকাতার ছ'টি বরো এলাকা মিলিয়ে মোট ৮০০টি জলের ট্যাঙ্কার পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। পুরসভার হেল্পলাইন নম্বরে মোট ৪৮০টি অভিযোগ জমা পড়েছিল। তার মধ্যে ৩৩৮টিরই নিষ্পত্তি করা হয়েছে বলে দাবি পুরসভার। এছাড়াও স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্থ পাইপলাইনকে বন্ধ করে তার পাশ দিয়ে আরেকটি বাইপাস লাইন চালু হওয়ার পর থেকেই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। তাই বৃহস্পতিবার সকালে টালা জলাধার থেকে পাম্প চালু হওয়ার পর ধাপে ধাপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করে।

কাশ্মীরে হামলার দায় স্বীকার নয়া সংগঠনের, টার্গেট সংঘও

নিখোঁজ দুই পুলিশকর্তার গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার

শ্রীনগর, ১২ নভেম্বর: কুলগামে সিআরপিএফ জওয়ানদের উপর হামলা চালানোর ঘটনায় দায় স্বীকার করেছে নতুন একটি সংগঠন। যার নাম 'পাসদরান-ই-হুরিয়ত কাশ্মীর'। বুধবারই এই সংগঠনটি কুলগামের হামলার দায় স্বীকার করে একটি বিবৃতি দিয়েছে। ঘটনায় এক বাঙালি জওয়ান-সহ ৩ সিআরপিএফ জওয়ান আহত হয়েছেন।

বুধবার দুপুরে হামলা হয় কুলগামের ওই সিআরপিএফ ক্যাম্পে। সংগঠনের তরফে এক বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়েছে, ভারত জম্মু-কাশ্মীর দখল করে রেখেছে। কাশ্মীরের বর্তমান শান্তি অবস্থাকেও কৃত্রিম বলে দাবি করেছে তারা। ভারত সরকারকে 'হিন্দুত্ব রেজিম' বলে অভিহিত করে কার্যত যুদ্ধ ঘোষণার হুমকি দেওয়া হয়েছে। সংঘের উপরে জিহাদি হামলা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে পাসদারান। বিবৃতির নিচে মুখপাত্র হিসেবে নাম রয়েছে জনৈক মহম্মদ ওমর আজমের। যদিও এই আজমেরের পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

এদিকে, বুধবার থেকে নিখোঁজ থাকা দুই পুলিশকর্মীর গুলিবিদ্ধ



দেহ উদ্ধার হয়েছে শুক্রবার। গোটা ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে উপত্যকায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। মনে করা হচ্ছে, জঙ্গি হামলাতেই প্রাণ হারিয়েছেন দুই পুলিশকর্মী। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে ঘটনার তদন্ত।

জানা গিয়েছে, মৃত দুই পুলিশকর্মীর নাম রাশাপাল কুমার (৪০) এবং ববি চাঁদ (৫৪)। তাঁরা জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশনস গ্রুপের (এসওজি) সদস্য ছিলেন। পোস্টেড ছিলেন কিশতওয়ারের দাচ্চানের কিয়ার গ্রামে। বুধবার বিকেলে তাঁরা কিয়ার ক্যাম্প থেকে ধেরনা-মারওয়াহ এলাকায় সেনার একটি পোস্টের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় মারওয়া অঞ্চলের জঙ্গলঘেরা দেহারণা এলাকায় আচমকা গুলির শব্দ পাওয়া যায়। তারপর থেকেই দুই পুলিশকর্মীর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি অভিযানও শুরু হয়। সূত্রের খবর, যে স্থান থেকে দুই এসপিও নিখোঁজ হয়েছিলেন, তার প্রায় ২ কিলোমিটার দূর থেকে তাঁদের উদ্ধার করা হয়েছে। দু'জনের শরীরেই একাধিক গুলির চিহ্ন রয়েছে বলে খবর। তাঁদের সার্ভিস অস্ত্রগুলির হদিশ মেলেনি। মনে করা হচ্ছে, জঙ্গিরা সেগুলি নিয়ে গিয়েছে।

সূত্রের খবর, দু'জনের মাথায়, পিঠে গুলির চিহ্ন রয়েছে। জানা যাচ্ছে, দেহারণা এলাকায় গুলির শব্দ পাওয়ার পর দুই এসপিও-র মোবাইল ফোনগুলি সচল ছিল, কিন্তু পরে ফোন দু'টি বন্ধ হয়ে যায়। এরপরই উদ্বেগ বাড়ে। দীর্ঘক্ষণ তাঁদের কোনও খবর না মেলার পর শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। অবশেষে বৃহস্পতিবার সকালে 'ধেরনা টপ' এলাকা থেকে তাঁদের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা উপত্যকা। জঙ্গিদের খোঁজে বিশেষ অভিযান শুরু করেছে সেনা।

প্রসঙ্গত, বুধবারই জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগামে সিআরপিএফ ক্যাম্প হামলা চালায় সন্ত্রাসবাদীরা।

পার্থর জামিন

■ স্কুল সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ ডি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতে আত্মসমর্পণ করে অবশেষে জামিন পেলেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার সাত হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডের বিনিময়ে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন বিচারক।

ঝটিকা সফর

■ ঝটিকা সফরে বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশে যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের প্রয়াত মা-কে শ্রদ্ধা জানাতেই তাঁর এই সফর বলে জানা গিয়েছে। শিবরাজ সিং চৌহানের প্রয়াত মা'য়ের স্মরণসভাতেও তিনি এদিন যোগ দেন বলে খবর।

চড়া মুদ্রাস্ফীতি

■ উদ্বেগ বাড়িয়ে ফের উপরের দিকে ছুটছে খুচরো মুদ্রাস্ফীতি। শুধু তা-ই নয়, আরবিআই-এর ৬ শতাংশের উর্ধ্বসীমা অতিক্রম করল সূচক। গত দু'বছরের মধ্যে যা প্রথম। এর জন্য মূলত খাদ্যদ্রব্যের চড়া দামকেই দায়ী করেছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার। বৃহস্পতিবার, খুচরো মুদ্রাস্ফীতি সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করে কেন্দ্রের পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রক।

বাঁকুড়ায় পরিবেশবান্ধব শিল্পের ঘোষণা 'কুটুমে'র

মান্টি বন্দ্যোপাধ্যায় ● বাঁকুড়া

শিল্পের জন্য জমি খুঁজতে পাহাড়, জঙ্গলে কোপ পড়ছে। কিন্তু এভাবে প্রকৃতি নষ্ট করে শিল্পের পরিকল্পনা কোনওভাবেই বরদাস্ত করছে না বর্তমান রাজ্য সরকার। প্রান্তিক এলাকায় উন্নয়নের জন্য শিল্প হবে, তবে তা পরিবেশবান্ধব। বৃহস্পতিবার বাঁকুড়ার রাইপুরে বাঁদনা পরবে গিয়ে এমনই প্রতিশ্রুতি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি, এরাজ্যে বিভেদ নয়, ঐক্যের বন্ধন গড়ে তোলা হবে বলেও আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। বাঙালি, অ-বাঙালি, কুড়মি- আদিবাসী, মতুয়া, রাজংশীদের মধ্যে তিনি কোনও বিভেদ চান না। সামাজিক সংগঠনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে তিনি গুরুত্ব দেবেন বলেও উল্লেখ করেন। এই প্রসঙ্গে বিগত সরকারের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সরকার মতুয়াদের ঘরে ঢুকে ঠাকুর বাড়িতে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল। এভাবে রাজ্যে বিভেদ তৈরি করে ক্ষমতায় থাকতে চেয়েছিল।'

পূর্বঘোষণামতো বাঁদনা পরবে বাঁকুড়ার রাইপুরের বিরসা মুন্ডা মেমোরিয়াল কলেজ মাঠের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে আদিবাসী মহিলারা তাঁকে ফোঁটা দেন, পিঠে খাওয়ান। এরপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'এঁরাই জঙ্গলমহলের মূলবাসী। এঁদের উন্নতির কথা ভাবতে হবে। আমি আজ কুটুম হিসেবে আপনাদের কাছে এসেছি। পাহাড়, জঙ্গলে হাত দিতে দেব না কাউকে। এখানকার আদিবাসী, মূলবাসীরা প্রকৃতি পুজো করেন। তাঁদের আবেগে আঘাত দিতে আমি দেব না। আমি বলে দিয়ে যাচ্ছি, পুরুলিয়া আর বাঁকুড়ায় পরিবেশবান্ধব শিল্প হবে। দূষণ হবে না। এর জন্য আমরা কীভাবে জমি নেব, সেসব আপনাদের সবার সঙ্গে আলোচনা করে সরকার ঠিক করবে।'

শুভেন্দু বলেন, '১৫ তারিখ আবার আসব পুরুলিয়ায়। এখানকার সব সামাজিক সংগঠনকে এক ছাতার তলায় আনব। বাউড়ি, বাগদি, কুড়মি, রাজবংশীদের সংগঠনের সঙ্গে আলোচনায় বসব কীভাবে কী করা যায়। জমি নিয়ে আলোচনা করব। আগেকার সরকার বাউড়ি বনাম বাগদি, কুড়মি বনাম মাহাতো, এভাবে সব ভেদাভেদ করেছিল। ওই বিভাজনের রাজনীতি, তোষণের রাজনীতি আর চলবে না। সবাই এক উন্নয়নের আওতায় থাকবেন। এই সরকার আমার নয়, বিজেপির নয়, এটা আপনাদের সরকার। আপনাদের অধিকার আছে, সেটা আদায় করে নেবেন।'

এছাড়াও এদিন জঙ্গলমহলের উন্নতির জন্য আরও বাড়তি ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। দুই শিল্পাঞ্চলকে সংযুক্ত করতে দুর্গাপুর-জামশেদপুর জাতীয় সড়কে সম্প্রসারণ ও জঙ্গলমহলের একটি হাসপাতালে ১০০ শয্যায় উন্নীত করার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রকৃতি আমাদের সবার মা। নদী, পাহাড়, জল, জঙ্গল, গাছপালা তিনি কাউকে হাত দিতে দেবেন না। পরিবেশের কোনও ক্ষতি তিনি হতে দেবেন না। তবে উন্নয়নের কোনও ঘাটতি থাকবে না। পরিবেশবান্ধব শিল্প গড়ে তোলা হবে। এজন্য তার সরকার সঠিক মূল্যে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের কাছ থেকে জমি কিনে ল্যান্ড ব্যাঙ্ক তৈরি করবেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে কোনও অবৈধ বালি খাদান চলতে দেবেন না। অবৈধ বালিখাদানগুলিকে সরকারি নিয়ম মেনে বৈধ করা হবে। এতে বালির দাম বাড়বে না, নিয়ন্ত্রণে থাকবে। বিগত সরকার এসব করে নিজেদের পকেট ভারী করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তোষণের রীতি আর চলতে না। আগামী একবছরে একলক্ষ সরকারে চাকরি হবে শিক্ষক ও কনস্টেবল-সহ। এতে কোনও তোষণ হবে না। তপশিলি জাতি, উপজাতি-সহ সব ক্ষেত্রেই স্বচ্ছ নিয়োগ হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১২৫ দিনের কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পে কমিউনিটি হল, আইসিডিএস সেন্টার, শিশুশিক্ষা কেন্দ্র, গাছ লাগানো, পুকুরের পাড় বাঁধানো, ছোট রাস্তা তৈরি, অমৃত সরোবর বা বড় জলাশয় তৈরি করা যায় এলাকার উন্নয়নে। এজন্য সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। একাজের জন্য একজন জবকার্ড হোল্ডার ৩৪ হাজার ৫০০ টাকা পাবেন। ভিন রাজ্যে কাজের খোঁজে যেতে হবে না। তিনি আরও বলেন, আবাস যোজনায় বাঁকুড়ায় আরও ২লক্ষ ৯৫ হাজার ৮২ টি ঘর দেওয়া হবে। শুক্রবার নবান্ন থেকে আবাসের দ্বিতীয় কিস্তির ২ লক্ষ ২০০ কোটি টাকা ছাড়া হবে ৭লক্ষ উপভোক্তাকে। অন্নপূর্ণা প্রকল্প নিয়ে বলতে গিয়ে বলেন, প্রকৃত আবেদনকারী সকলেই টাকা পাবেন।

আবাসের দ্বিতীয় কিস্তির সূচনা আজ নবান্ন থেকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পের আওতায় আরও ৭ লক্ষ উপভোক্তার হাতে দ্বিতীয় কিস্তির ৬০ হাজার টাকা তুলে দিতে চলেছে রাজ্য সরকার। শুক্রবার নবান্ন সভাঘর থেকে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই অর্থ বিতরণ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কাজকর্ম নিয়ে একটি গ্রন্থও প্রকাশ করা হবে, যাতে মুখ্যমন্ত্রীর লেখা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

রাজ্য প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ইতিমধ্যেই ১০ লক্ষেরও বেশি উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার আরও ৭ লক্ষ উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে ৬০ হাজার টাকা করে পাঠানো হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পে বরাদ্দ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর পূর্ববর্তী সরকার রাজ্যের নিজস্ব অর্থে বাংলার বাড়ি প্রকল্প চালু করেছিল। ওই প্রকল্পের আওতায় মোট ৩০ লক্ষ ৬৫ হাজার উপভোক্তা আর্থিক সহায়তা পান। তাঁদের মধ্যে ১২ লক্ষ উপভোক্তা আগের সরকারের আমলেই দু'দফায় মোট ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা পেয়েছিলেন। বাকি ১৮ লক্ষ ৬৫ হাজার উপভোক্তা প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা পাওয়ার পর বিধানসভা নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন হয়। পরবর্তীতে নতুন সরকার প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন করে মুখ্যমন্ত্রী আবাস যোজনা চালু করে এবং দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ প্রদান শুরু করে।

নবান্ন সূত্রে খবর, এখনও যাঁরা দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাননি, তাঁদের মধ্যে ৪০ হাজারেরও বেশি উপভোক্তার নাম এসআইআর তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে বাড়ি নির্মাণের প্রথম পর্যায়ের কাজ নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী এগোয়নি।

অঞ্জলির ফোন থেকেই হুমকি-মেসেজ 'খুনি'র

নিজস্ব প্রতিবেদন: বরাহনগরে ২৬ বছরের যোগ প্রশিক্ষক অঞ্জলি সাউয়ের মৃত্যুর তদন্তে একের পর এক নতুন তথ্য সামনে আসছে। বরাহনগরের লেকপল্লিতে একটি বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে তাঁর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় প্রাথমিক ময়নাতদন্তের রিপোর্টে উঠে এসেছে নৃশংস অত্যাচারের ইঙ্গিত। শুধু তাই নয়, মৃত্যুর পরেও তাঁর মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে পরিবারের সদস্যদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। কে বা কারা ওই ফোন ব্যবহার করে মেসেজ পাঠাচ্ছে, তা নিয়েও এখনও ধোঁয়াশা কাটেনি।

যদিও প্রাথমিক ময়নাতদন্তের তথ্য অনুযায়ী, মৃত্যুর আগে অঞ্জলিকে ব্যাপক মারধর করা হয়েছিল। মুখে ভারী কোনও বস্তু দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল বলে অনুমান। এমনকি দেওয়ালে মাথা ঠুকে তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত করার চেষ্টা হয়ে থাকতে পারে বলেও তদন্তকারীরা সন্দেহ করছেন। এছাড়াও গলায় সাদা ওড়না জড়ানো অবস্থায় তাঁর দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। ফলে কীভাবে এবং ঠিক কোন পরিস্থিতিতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তা জানতে ময়নাতদন্তের বিস্তারিত রিপোর্টের অপেক্ষায় আছে পুলিশ। যদিও এই ঘটনায় সবচেয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে মৃতার মোবাইল ফোন থেকে পাঠানো একাধিক হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা। এই বিষয়ে মৃতার পরিবারের অভিযোগ, অঞ্জলির মৃত্যুর পর তাঁর নম্বর থেকেই দাদা ও বাবার কাছে হুমকিমূলক মেসেজ আসে। সেখানে লেখা হয়েছিল, 'আমি তোমাদের আশপাশেই আছি, কিন্তু তোমরা আমাকে ধরতে পারবে না।' শুধু তাই নয়, অঞ্জলির মায়ের ফোনেও ওই নম্বর থেকে হোয়াটসঅ্যাপ কল আসে। প্রায় ১৩ সেকেন্ড পর ফোনটি কেটে দেওয়া হয়। কে এই ফোন ব্যবহার করছে, তার খোঁজ নিয়েও তদন্ত শুরু করেছে বরাহনগর থানার পুলিশ। এদিকে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অঞ্জলির পরিচিত এক যুবকের গতিবিধি নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়। তাঁর সঙ্গে মৃতার সম্পর্কের সমীকরণও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। এছাড়াও মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন বিশ্লেষণ করে পুলিশ জানতে পেরেছে, নিখোঁজ ফোনটির অবস্থান বারবার বদলেছে। সর্বশেষ সূত্র অনুযায়ী, ফোনটির বর্তমান অবস্থান বিহারে দেখা যাচ্ছে।



বরাহনগরে রহস্যমৃত্যু

তবে অঞ্জলির সঙ্গে কারও ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েন থেকে এই ঘটনা, নাকি অনলাইন গেমকে কেন্দ্র করে কোনও বিবাদ, এই দুই সম্ভাবনাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। যদিও ঘটনার খবর পেয়ে পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন স্থানীয় বিধায়ক সজল ঘোষ। দ্রুত তদন্ত শেষ করে দোষীদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তির দাবি জানান তিনি। অঞ্জলির মৃত্যু ঘিরে এলাকায় ক্ষোভের পাশাপাশি নারী নিরাপত্তা নিয়েও নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। তবে তদন্তের স্বার্থে পুলিশ এখন মূলত নিখোঁজ মোবাইল ফোন, সিসিটিভি ফুটেজ এবং মৃতার পরিচিতদের গতিবিধির উপর নজর রাখছে বলেই পুলিশ সূত্রে খবর।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, **Namita Debnath Barui**, W/o-Prasenjit Debnath, Residing at Chhotokobla, Kobla, P.O- Vidyanagar, P.S- Purbasthali, Dist- Purba Bardhaman, Pin-741319, W.B, That **Rudra Debnath** is my son, That said **Namita Debnath Barui** and **Namita Debnath** are the same and one identical person, Vide Affidavit In the court of the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Nabadwip, Nadia, Date-22/09/26

CHANGE OF NAME

I, **ABHIJIT BOSE**, S/O. Santosh Kumar Bose, residing at 13/1/B, Mahendra Chatterjee Lane, Gobinda Khatick Road, Kolkata-700046, declare that inadvertently my name was recorded in my **Driving Licence No. WB/01 1994 0589586** as **AVIJIT BOSE** in place of my actual name **ABHIJIT BOSE**, and the concerned authority should rectify it. Both names **ABHIJIT BOSE** and **AVIJIT BOSE** refer to one and the same identical person Vide affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate 2nd Court at Sealdah on 12.11.2026.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 03/11/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 25780 নং এফিডেভিড বলে আমি, Chamele Saha, D/o. Sahadev Saha, W/o. Jaydev Saha, সাকিম বাসুদেবপুর, ত্রিবেণী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Ananya Saha) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 1380, dated 25.11.2014, D.O.B. 27.10.2014) কন্যার মাতার সঠিক নাম Chamele Saha-এর পরিবর্তে Chameli Saha লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া মাতার সঠিক নাম Chamele Saha লিপিবদ্ধ করিতে চাই। Chamele Saha ও Chameli Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 12/11/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 26322 নং এফিডেভিড বলে আমি Saroj Devi ও Saroj Debi, W/o. Ashok Prasad সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

AFFIDAVIT

I, **Hapijul Mondal** S/O Billan Hossain Mondal residing at Vill.- Padmanabhpur, P.O.- Padmanabhpur, P.S.- Hariharpara, Dist.- Murshidabad, PIN-742166 do hereby declare vide affidavit in the Court of Ld. Judicial 1st Class Magistrate at Berhampore dated 30.08.2026 that my correct and actual name is Hapijul Mondal S/O Billan Hossain Mondal which is recorded in my Aadhaar Card but my name has been written as Seikh Abdul Gani S/O Billal recorded in my Voter Card being no. WB/09/062/396348. Hapijul Mondal S/O Billan Hossain Mondal and Seikh Abdul Gani S/O Billal i.e. myself am the same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে জেলা দক্ষিণ 24 পরগনা, থানা - বিষ্ণুপুর, মৌজা - নহাজারী, জে. এল. নং 14, দাগ নং 5334, খতিয়ান 2906, রেকর্ডের রায়ত আকুব মন্ডল, পিতা মৃত জয়নাল মন্ডল মৃত্যু বরণ করেছে, তার ওয়ারিশন গনেদের মধ্যে রমজান মন্ডল বিষ্ণুপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে 18.12.2024 তারিখে 7828 নং দলিল মূলে নাজিরুল মোল্লা, পিতা বাবুল মোল্লা কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার দলিলে কাহারও কোনো আপত্তি থাকলে আগামী 30 দিনের মধ্যে বিষ্ণুপুর 2 বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় কাহারও কোনও আপত্তি গ্রাহ্য হবে না। ক্রেতা - মহঃ সালাম মল্লিক, পিতা - মোঃ হোসেন মল্লিক।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, আমি **শ্রীমতি সুদীপ্তা দত্ত,** স্বামী অসিত কুমার দত্ত, ঠিকানা–পাঠকবাগান, বিবেকানন্দ রোড, থানা–চুঁচুড়া, জেলা–হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১২১০৩, আমার নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির মূল দলিলটি হারিয়ে ফেলেছি। সম্পত্তিটি অবস্থিত রয়েছে **জেলা–হুগলি, থানা–চুঁচুড়া, মৌজা–কপাসডাঙ্গা, জে.এল. নং–১০, হুগলি–চুঁচুড়া পৌরসভার অন্তর্গত, হোল্ডিং নং–৯২/৮৮, মহেশতলা, ওয়ার্ড নং–৯, আর.এস. দাগ নং–১৫৪৪, এল.আর. দাগ নং–৩৩০৩, এল.আর. খতিয়ান নং–৬৯৪৭ যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ডি.এস.আর.–হুগলি ও এ.ডি.এস.আর.–চুঁচুড়া কার্যালয়ের এখতিয়ারভুক্ত।** উপরোক্ত সম্পত্তির দলিলের বিবরণ হলো **১)** ১৯৭৯ সালের ২৩৬৮ নং দলিল, যা ডি.এস.আর.–হুগলি কার্যালয়ে নিবন্ধিত বুক নং–১, ভলিউম নং–৩৮, পৃষ্ঠা ৮৭ থেকে ৯০।
এই দলিল হারানোর বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে চুঁচুড়া থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছি যাহার **জি.ডি.ই. নং–৭৬৩, তারিখ–১১/১১/২০২৬।** যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত দলিলটি খুঁজে পান, তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে অনুগ্রহ করে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করে তা ফেরত দেওয়ার অনুরোধ করছি। দলিলটি ফেরত পেলে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকব।
উপরি উল্লিখিত ব্যক্তির অনুমতিক্রমে।
শান্তনু নন্দী
এ্যাডভোকেট
জেলা জজ্ কোর্ট, হুগলী
মো–৯৭৩৪০৪৮৭৫৯

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, ১) শ্রীমত্যা দীপ্তি দত্ত, স্বামী ৺অসীম দত্ত, সাকিম কালিবাড়ী গলি, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১, **২)শ্রীমতী অদিতী বোস,** স্বামী রবীন এ্যান্টনী বোস, সাকিম ফ্ল্যাট নং ৪০৫, ফোর্থ ফ্লোর টাওয়ার টি-৮, নিরালা ইষ্ট নয়দা, বিশরক, গৌতম বুদ্ধনগর, উত্তর প্রদেশ-২০১৩০১, মহাশয়াদ্বয় বিগত ইং ০২/১০/২০১২ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **IV-00188/2012** নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **৩) শ্রী দিবাকর প্রসাদ ভার্মা,** পিতা ৺মথুরা প্রসাদ ভার্মা, সাকিম কালিবাড়ী গলি, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমার মক্কেল **তপশীল**– জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা চুঁচুড়া, জে.এল. নং ২০, হাল এল.আর ১০৩৭১ নং খতিয়ান হইতে, সাবেক ২৫৪৯ তথা হাল এল.আর. ৪৫৬৭ নং দাগে বাস্তু জমি ষোল আনায় ০.০৩১ একর তন্মধ্যে **০.০১৬ একর** সম্পত্তি বিগত ইং 11/09/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-10873/2024** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী রবীন এ্যান্থনী বোস,** পিতা প্রনব বোস, সাকিম ফ্ল্যাট নং ৪০৫, ফোর্থ ফ্লোর টাওয়ার টি-৮, নিরালা ইষ্ট নয়দা, বিশরক, গৌতম বুদ্ধনগর, উত্তর প্রদেশ-২০১৩০১, মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছেন এবং ক্রেতা **শ্রী রবীন এ্যান্থনী বোস,** তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও **মগড়া-চুঁচুড়া** ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),
চন্দননগর আদালত, হুগলী, 8145852335

PUBLIC NOTICE
PROPERTY / TITLE

আমি **বিতাস্তা সরকার,** ঠিকানা ১৪/১০, বি.আর. রোড, বরিশা, কলকাতা–৭০০০০৮, জানাচ্ছি যে, দলিল নং ১৪৭১/২০১৪ ও ১৮৭০/২০১৫ হারিয়ে গেছে। সার্টিফায়েড কপি সংগৃহীত। অ্যাফিডেভিট নং ৯১৯৩৩, তারিখ ১৫/১০/২০২৬, সম্পাদিত। আপত্তি থাকলে ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুনঃ ৭০৪৪৭৪৮৩০৬

Bitasta Sarkar
12/11/2026, Kolkata

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে জেলা দক্ষিণ 24 পরগনা, থানা - বিষ্ণুপুর, মৌজা - নহাজারী, জে. এল. নং 14, দাগ নং 7318, খতিয়ান 4440, রেকর্ডের রায়ত রঙ্গলাল ঘোষ, পিতা মৃত ধননী ধর ঘোষ মৃত্যু বরণ করেছে, তার ওয়ারিশন ওনার স্ত্রী ও চার পুত্র DSR II আলিপুর রেজিস্ট্রি অফিসে 17.05.2022 তারিখে 6300 নং দলিল মূলে সুমন দাস, পিতা শৈলেন দাস কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার দলিলে কাহারও কোনো আপত্তি থাকলে আগামী 30 দিনের মধ্যে বিষ্ণুপুর 2 বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় কাহারও কোনও আপত্তি গ্রাহ্য হবে না। ক্রেতা - সুজয় দাস, পিতা - পিতা বিশ্বনাথ দাস।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আমার মোক্কেল ১) শ্রী মানিক মাহাত পিতা- শৈলেন্দ্র নাথ মাহাত ২) শ্রীমতি খুকুমনি মাহাত স্বামী- শ্রী মানিক মাহাত উভয় সাং দরখুলি পোস্ট জোড়াখালি থানা ও জেলা- ঝাড়গ্রাম। গত ইংরেজি ৪/৮/২০২২ তারিখ ঝাড়গ্রাম জেলা সদর রেজিস্ট্রেশন (DSR) অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২৫২১/২০২২ নম্বর General Power of Attorney মূলে শ্রী অমল মাইতি প্রকাশিত অমল কৃষ্ণ মাইতি পিতা- অনাথ বন্ধু মাইতি সাকিন কিসমৎ ভরত পুর পোস্ট, থানা ও জেলা- ঝাড়গ্রাম এর নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী অপূর্ব মাইতি পিতা- বিকাশ মাইতি এর নিকট হইতে গত ইংরেজি ১৯/৪/২০২৪ তারিখ ঝাড়গ্রাম জেলা সদর রেজিস্ট্রেশন (DSR) অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৪৩৮ নম্বর বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে জেলা ও থানা- ঝাড়গ্রাম এর অন্তর্গত ৩৫৭ নম্বর জে.এল ভুক্ত ভরত পুর মৌজার হাল ২ নম্বর খতিয়ান ভুক্ত হাল ১ দাগে সর্ব মোট ২৯৩৪ ডেসিমেল ডাহি শ্রেণী ভুক্ত জমির মধ্যে ৫ ডেসিমেল ডাহি শ্রেণী ভুক্ত জমি ক্রয় করিয়া মিউটেশন এর জন্য B.L & L.R.O Jhargram অফিসে আবেদন করিয়াছেন যাহার কেস নম্বর যথাক্রমে MN/2026/2205/4400, MN/2026/2205/5317 এবং ৩) শ্রী চুনু টুডু পিতা- শ্রী কানাই টুডু সাকিন ও পোস্ট খাটখুরা থানা- জাম্বনী জেলা ঝাড়গ্রাম গত ইংরেজি ২৬/৩/২০১২ তারিখ ঝাড়গ্রাম সাব রেজিস্ট্রী (ADSR) অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-32 নম্বর Power of Attorney মূলে শ্রীমতি- স্বাতী দে, স্বামী- সুদর্শন দে, শ্রীমতি- বিদিশা দে সরকার পিতা- সুদর্শন দে, শ্রীমতি-লোপামুদ্রা বিশ্বাস পিতা- সুদর্শন দে, সর্ব সাকিন কদম কানন এবং ২৭/১২/২০১২ তারিখ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সদর (DSR) অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-53 নম্বর Power of Attorney মূলে জনৈকা শ্রীমতি- শবরী গুহ স্বামী- জ্যোতির্ময় গুহ এর নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী কুনাল দে, পিতা- স্বর্গীয় সুদর্শন দে সাকিন কদম কানন, ঝাড়গ্রাম এর নিকট হইতে গত ইংরেজি ৩১/৭/২০২৬ তারিখ ঝাড়গ্রাম জেলা সদর (DSR) রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২২৪০ নম্বর বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে জেলা ও থানা-ঝাড়গ্রাম এর অন্তর্গত ৩৯৩ নম্বর জে.এল ভুক্ত কদম কানন মৌজার হাল ১৮৮ নম্বর খতিয়ান ভুক্ত হাল ৩০৪ দাগে সর্ব মোট ৫৭.৫ ডেসিমেল বাঁধ শ্রেণী ভুক্ত জমির মধ্যে ৪.৪০ ডেসিমেল জমি ক্রয় করিয়া মিউটেশন এর জন্য B.L. & L.R.O Jhargram অফিসে আবেদন করিয়াছেন, যাহার কেস নম্বর MN/2026/2205/3976.
উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিবেন। পরবর্তী আপত্তি অগ্রাহ্য হইবে।
নিবেদন ইতি
রাকেশ সিংহ,
এ্যাডভোকেট
ঝাড়গ্রাম জেলা আদালত।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে জেলা দক্ষিণ 24 পরগনা, থানা - বিষ্ণুপুর, মৌজা - নহাজারী, জে. এল. নং 14, দাগ নং 5433, খতিয়ান 2837, রেকর্ডের রায়ত সোহরাব গাজী, পিতা মৃত মুজিত গাজী বিক্রয় করেন কুতুবউদ্দিন সেখ ও সাহাবুদ্দিন সেখ উভয়ের পিতা মৃত ইসরাফিল সেখ কে। বিষ্ণুপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে 13.01.2026 তারিখে 122 নং দলিল মূলে শান্তনু বৈদ্য, পিতা পঞ্চু বৈদ্য কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার দলিলে কাহারও কোনো আপত্তি থাকলে আগামী 30 দিনের মধ্যে বিষ্ণুপুর 2 বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় কাহারও কোনও আপত্তি গ্রাহ্য হবে না। (i) ক্রেতা - মৌ গুপ্তা, পিতা - দিলীপ কুমার গুপ্তা। (ii) ক্রেতা - রাকেশ কুমার চৌধুরী, পিতা - কুঞ্জবিহারী চৌধুরী।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে জেলা দক্ষিণ 24 পরগনা, থানা - বিষ্ণুপুর, মৌজা - আকুলসে, জে. এল. নং 2, দাগ নং 732, খতিয়ান 474, রেকর্ডের রায়ত পাঁচুগোপাল সরদার, পিতা মৃত কালাচাঁদ সরদার, এই ব্যক্তি বিক্রয় করেন মরহুম আলি আকবর মুফতি, মরহুম মোঃ আলি মুফতি, মরহুম আহমেদ আলি মুফতি, মরহুম আনোয়ার আলি মুফতি কে, উক্ত ব্যক্তিদের ওয়ারিশনগণেরা বিষ্ণুপুর সাবরেজিস্ট্রি অফিসে 05.01.2023 তারিখে 101 নং দলিল মূলে শম্ভু দাস, পিতা বেচু দাস কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার দলিলে কাহারও কোনো আপত্তি থাকলে আগামী 30 দিনের মধ্যে বিষ্ণুপুর 2 বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় কাহারও কোনও আপত্তি গ্রাহ্য হবে না। ক্রেতা - আরসেদ সেখ, পিতা - পিতা হোসেন সেখ।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে জেলা দক্ষিণ 24 পরগনা, থানা - বিষ্ণুপুর, মৌজা - নহাজারী, জে. এল. নং 14, দাগ নং 5415, খতিয়ান 14861, রেকর্ডের রায়ত মোসলেম ঢালী, পিতা মৃত মহব্বত ঢালী। বিষ্ণুপুর রেজিস্ট্রি অফিসে 25.02.2026 তারিখে 1011 নং দলিল মূলে মহঃ সালাম মল্লিক, পিতা মোঃ হোসেন মল্লিক কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার দলিলে কাহারও কোনো আপত্তি থাকলে আগামী 30 দিনের মধ্যে বিষ্ণুপুর 2 বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় কাহারও কোনও আপত্তি গ্রাহ্য হবে না। (i) ক্রেতা - শংকর কুমার লাল, পিতা - শিব লাল। (ii) ক্রেতা - মহঃ ওয়াসিম, পিতা - মোঃ সিরাজউদ্দিন (iii) ক্রেতা - সৌমি দাস, পিতা - মাধব চন্দ্র দাস।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ-৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয় উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনস্ক অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ-খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **৯৪৩৪২৫২৫০৪,**

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-
adconnexon@gmail.com

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

সোনা পাপ্পু-কাণ্ডে প্রাক্তন ডিসিপি শান্তনু সিংহ বিশ্বাসের ২.৭৮ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোনা পাপ্পু ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে তোলাবাজি, জমি দখল এবং খুনের মতো একাধিক অভিযোগের তদন্তে বড় পদক্ষেপ করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন ডেপুটি কমিশনার শান্তনু সিংহ বিশ্বাস, তাঁর পরিবারের সদস্য এবং ঘনিষ্ঠদের নামে থাকা প্রায় ২ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকার স্থাবর সম্পত্তি অস্থায়ীভাবে বাজেয়াপ্ত করল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ইডি। বুধবার, ১২ নভেম্বর ইডির কলকাতা জোনাল অফিস-২ এই পদক্ষেপের কথা জানিয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত সেই বিবৃতি অনুযায়ী, বাজেয়াপ্ত হওয়া সম্পত্তির মধ্যে আছে কলকাতার তিনটি ফ্ল্যাট এবং মুর্শিদাবাদের কান্দিতে থাকা জমি। সোনা পাপ্পু ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একাধিক এফআইআরের ভিত্তিতে অর্থ তছরুপের তদন্ত শুরু করে কেন্দ্রীয় সংস্থা।



তোলাবাজি, জমি দখল এবং খুনের অভিযোগের সূত্র ধরেই এই তদন্তের পরিধি আরও বাড়ানো হয়। যদিও চলতি বছরের ১ এপ্রিল, ১৯ এপ্রিল, ২৬ এপ্রিল এবং ২২ মে কলকাতা ও সংলগ্ন বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালায় ইডি। সেই তালিকায় ছিল প্রাক্তন ডিসিপি শান্তনু সিংহ বিশ্বাসের বাড়ি, জয় এস কামদারের ঠিকানা এবং বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে সোনা পাপ্পুর একাধিক ডেরা। ওই তল্লাশিতে নগদ ১ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা, সোনার গয়না, একটি চারচাকা, একটি বেআইনি রিভলভার এবং বেশ কিছু নথি ও ডিজিটাল সামগ্রী উদ্ধার হয়। তবে এই তদন্তের অগ্রগতির ভিত্তিতে ১৭ জুন জয় কামদারের বিরুদ্ধে মূল চার্জশিট বা প্রসিকিউশন কমপ্লেন জমা পড়ে। পরে ১০ জুলাই শান্তনু সিংহ বিশ্বাস এবং ১৭ জুলাই সোনা পাপ্পুর বিরুদ্ধে সম্পূরক অভিযোগপত্র জমা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এই প্রসঙ্গে ইডির দাবি, তোলাবাজি, জমি দখল এবং বেআইনি নির্মাণের মাধ্যমে তৈরি বিপুল পরিমাণ কালো টাকার খোঁজ পাওয়া যায়। তদন্তকারী সংস্থার আরও দাবি, কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন ডিসিপি শান্তনু সিংহ বিশ্বাস কালীঘাট থানার ওসি থাকাকালীন জয় কামদারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করেন। পরবর্তী সময়ে সেই যোগাযোগের সূত্র ধরেই পুলিশ মহলে জয় কামদারের প্রভাব বেড়েছিল বলে অভিযোগ। যদিও ইডির বক্তব্য, শান্তনু সিংহ বিশ্বাস প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অন্তত ২ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকার অপরাধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহ, গোপন এবং নিজের দখলে রেখে ছিলেন।

পাশাপাশি এই বিপুল অবৈধ সম্পত্তির প্রকৃত মালিকানা আড়াল করতেও পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন সংস্থা, পরিবারের সদস্য এবং ঘনিষ্ঠদের নামে সম্পদ রাখা হয়েছিল বলে দাবি ইডির। কলকাতার হোসেনপুর এলাকার দুটি ফ্ল্যাটের উদাহরণ দিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্থার বক্তব্য, সেগুলি একটি সংস্থার নামে কেনা হলেও প্রকৃতপক্ষে প্রাক্তন ডিসিপি শান্তনু সিংহ বিশ্বাসের স্বার্থেই সম্পত্তি দুটি কেনা হয়েছিল। এছাড়াও এই বিবৃতিতে ইডি আরও জানায়, এই মামলায় আরও তদন্ত চলছে।

ছটপুজোয় কলকাতার রাস্তায় গোলাপের সুগন্ধ, মিস্ট ক্যানন দিয়ে জল স্প্রে করবে পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে ছটপুজো উপলক্ষে কলকাতার রাস্তায় এবার দেখা যাবে পুরসভার নতুন ও অভিনব উদ্যোগ। ধুলো ও বায়ুদূষণ কমানোর পাশাপাশি শহরজুড়ে গোলাপের সুগন্ধ ছড়াতে এবার বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছে কলকাতা পুরসভা। আগামী ১৫ ও ১৬ নভেম্বর, রবিবার ও সোমবার ছটপুজোর দিন শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এবং গঙ্গার ঘাটে গোলাপজল স্প্রে করা হবে। এই কাজে ব্যবহার করা হবে পুরসভার মিস্ট ক্যানন। পুরসভা সূত্রে খবর, এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যেই কমিশনারের দপ্তর থেকে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। সেই নির্দেশ মেনে ছটের দু'দিন কোথায় এবং কীভাবে গোলাপজল ছেটানো হবে, তার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। পুরসভার আধিকারিকদের একাংশের মতে, কলকাতায় উৎসব উপলক্ষে এ ধরনের ব্যবস্থা আগে কখনও নেওয়া হয়নি। যদিও কালীপুজো ও দীপাবলির পর পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানান, শহরের দূষণ নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত জল ছেটানোর কাজের সঙ্গে বিশেষ উৎসবের দিনগুলিতে গোলাপজল মেশানোর পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। দুর্গাপুজো, কালীপুজো এবং ছটপুজোর সময় এই ব্যবস্থা চালু করার কথা জানিয়েছিলেন তিনি। এতে একদিকে যেমন রাস্তার ধুলো কমবে, পাশাপাশি বাতাসে গোলাপের সুগন্ধ ছড়াবে বলে জানিয়েছিলেন পুরমন্ত্রী। তাঁর সেই পরিকল্পনাকেই এবার ছটপুজোয় কার্যকর করতে চলেছে পুরসভা। করোনা অতিমারির সময়ে জীবাণুনাশক স্প্রে করার জন্য কলকাতা পুরসভা দু'টি বড় মিস্ট ক্যানন কিনেছিল। পরে ওই যন্ত্র দু'টিকে শহরের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের কাজে লাগানো হয়। শীতকালে রাস্তার ধুলো কমাতে এবং গাছের পাতায় জল ছেটাতে সেগুলি ব্যবহার করা হয়। এবার সেই যন্ত্র দিয়েই গোলাপজল স্প্রে করা হবে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, বিডন স্ট্রিট, চিৎপুর, কাশীপুর এবং এস এন ব্যানার্জি রোডের মতো ব্যস্ত রাস্তায় গোলাপজল ছেটানো হতে পারে। পাশাপাশি বাজে কদমতলা ঘাট, নিমতলা ঘাট-সহ হুগলি নদীর একাধিক ঘাটও এই কর্মসূচির আওতায় থাকছে।

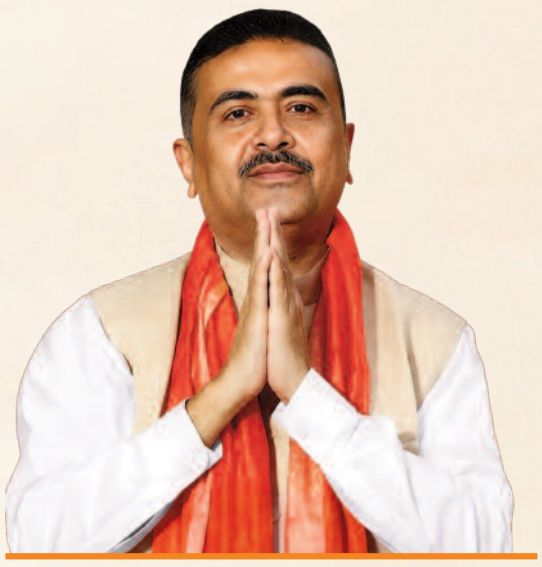
প্লাস্টিকের ব্যাগের বদলে দু'টাকায় ভুট্টার ব্যাগ, বাজারে নতুন ব্যবস্থা চালুর পথে অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাজার থেকে মাছ-মাংস কিনতে গিয়ে সঙ্গে ব্যাগ নিতে ভুলে গেলে আর দোকানদারের কাছ থেকে প্লাস্টিকের ব্যাগ চাইতে হবে না। দু'টাকা দিলেই পাওয়া যাবে ভুট্টা থেকে তৈরি এক বিশেষ বিকল্প ব্যাগ। এমনই একটি ব্যবস



সত্যমেব জয়তে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার



রাজ্য সরকারের প্রয়াস

পশ্চিমবঙ্গ আবাস

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী

পশ্চিমবঙ্গ আবাস যোজনায়

৭ লক্ষাধিক উপভোক্তার হাতে ৪,২০১ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা তুলে দিচ্ছেন

উজ্জ্বল উপস্থিতি

শ্রী দিলীপ ঘোষ

মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন এবং কৃষি বিপণন বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শ্রী শান্তনু প্রামাণিক

মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন এবং খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

এই পর্যায়ে:

মোট প্রদত্ত অনুদান:

₹ ১০,৩২৩ কোটি

মোট উপকৃত পরিবার:

১৭,২০,৫৫০

প্রত্যেক যোগ্য উপভোক্তা পাচ্ছেন:

- দুটি কিস্তিতে **১.২০ লক্ষ টাকা**
- VB-G RAM G-এর অধীনে মজুরি বাবদ **২৭,০০০ টাকা**
- স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) এর অধীনে শৌচালয় নির্মাণের জন্য **১২,০০০ টাকা**



আবাসের ভিতেই আগামীর ভিত্তি

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর

ICA-D1730(17)/2026

সম্পাদকীয়

দায়-দায়িত্বহীন লিভ ইন সম্পর্কেও কেন এত হিংসা?

বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটির পবিত্রতা ও গুরুত্ব আমাদের সমাজে অপরিসীম। অন্তত কিছুকাল পর্যন্ত সেই রকমই ছিল। ফলে সাত পাকে বাধাঁর কোনও বিকল্প ছিল না। পাশ্চাত্যে অবশ্য অনেকদিনই প্রাপ্ত বয়স্ক নারী ও পুরুষের মধ্যে লিভ ইন বা লিভ টুগেদার সম্পর্ক চালু ছিল। ভৌগলিক বেড়া টপকে সেই ধারা আমাদের দেশে পৌঁছাতে খুব বেশিদিন লাগেনি। ফলে বেশ কয়েক বছর ধরে লিভ ইন সম্পর্ক আমাদের সমাজে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। প্রথম দিকে সমাজের রক্ষণশীলতার কারণে এই প্রবণতা শুধু ধনী ও একটা নির্দিষ্ট উচ্চ শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে তা এখন মধ্যবিত্ত সমাজেও ছড়িয়ে পড়েছে। এখন বিয়ে না করেও কোনও প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়ে লিভ ইন বা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একত্রবাস করছেন, এটা আর আলাদা করে নজর কাড়ে না। কয়েক বছর আগে হলে, এটা আলোচনার বিষয় হয়ে উঠতো। কিন্তু সময়ের চাহিদায় এটা মেনে নিয়েছি আমরা। নতুন প্রজন্মও বিয়ে নামক ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি পেতে লিভ ইনকেই আঁকড়ে ধরেছে। তাদের যুক্তি, বিয়ে করা একটা স্থায়ী ব্যবস্থা। না পোষালে সেখ ান থেকে বেরিয়ে আসা সামাজিক ভাবে, আইনগত ভাবে অনেকটাই ঝক্কির। তার থেকে ভালো বাবা লিভ ইন করো, না পোষালে পরদিন দু'জন দু'দিকে পথ দেখে নাও। ব্যস, মিটে গেল। নেই কোনও দায়দায়িত্ব, নেই আইনি ঝামেলা। অর্থাৎ একটা দায়দায়িত্বহীন সম্পর্ক। এই পর্যন্ত তো সব ঠিকই ছিল। কিন্তু এখন প্রশ্ন এতে লাভটা কী হল? বিবাহিত জীবনের ক্ষেত্রে যে সমস্যা ছিল, এখন তো লিভ ইন সম্পর্কেও সেই একই ছবি। সেই পারিবারিক হিংসা, গার্হস্থ্য হিংসা। অথচ এই সব এড়াতেই বিবাহ থেকে সরে লিভ ইনকে আঁকড়ে ধরেছিল নয়া প্রজন্ম। কিন্তু সেটাই তো ঘুরে এল। তাহলে আর লাভটা কী হল। গত কয়েক মাসে সংবাদ মাধ্যমে আমরা দেখ ছি, একের পর লিভ ইন সঙ্গীকে খুনের অভিযোগ উঠছে তারই পার্টনারের বিরুদ্ধে। কেন, খুন অবধি মতান্তর গড়াচ্ছে কেন? এটা তো বিয়ে নয়, বেরিয়ে আসলেই হল! কিন্তু তার বদলে যা হচ্ছে, এ তো চিন্তার বিষয়।

শব্দছক ৩১০

রবি দাস

১	২		■	৩	■	৪	■
■		■	৫		৬		৭
৮				■		■	
■		■	৯		■	১০	■
১১	■	১২		■	১৩		১৪
১৫			■	১৬		■	
	■	১৭			■	১৮	
■	১৯		■	২০			■

পাশাপাশি: ১. যে কথা বলার মতো নয় ৫. একসঙ্গে একই ছাদনাতলায় অনেক পাত্র-পাত্রীর বিবাহ ৮. কল্পনার বাইরে কৃত ৯. ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি যার ১২. ক্ষণ ১৩. ভল্লুক ১৫. কৌশল ১৬. যে বাঁশীতে যুদ্ধের ইঙ্গিত বোঝায় ১৭. বাঁকাভাব ১৮. গরল ১৯. জলৌকা ২০. রাবণরাজা

ওপর-নিচ: ২. কেরালা রাজ্যের এক ধ্রুপদী নৃত্য ৩. প্রতিজ্ঞা ৪. কথা বলতে পারে না যে জন ৫. যে কাল অতিবাহিত ৬. ফুটকি ৯. ৎআগত দিনে যা হবার ১০. গড়েন ১২. বিপণী ১২. পায়ে হেঁটে যুদ্ধকরা সৈনিক ১৩. খণ্ড করা ১৪. পাপ ১৬. শৃঙ্খল ১৮. কুড়ি

সমাধান ৩০৯ — পাশাপাশি: ১. গোপালক ৫. রিসালা ৭. মত ৮. চরা ৯. গণমাধ্যম ১১. অতি ১২. সীমা ১৩. বধ ১৪. জমা ১৬. আরামপ্রিয় ১৮. আশা ১৯. দাহ ২০. ভজন ২১. অঙ্গুরীয়

ওপর-নিচ: ১. পরিচয় ২. গোলা ৩. লবণ ৪. খতম ৬. সারা ৭. মধ্যমা ৯. গতি ১০. মাসীমা ১১. অধম ১৩. বরাহ ১৪. জয় ১৫. দশানন ১৬. আদায় ১৭. প্রিয়ঙ্গু ১৮. আজ ২০. ভয়

আজকের দিন



■ **১৯৮৯** — রানীগঞ্জে কয়লাখনিতে আকস্মিক ধস নামলে ৭১ জন শ্রমিক ভেতরে আটকা পড়েন। পরবর্তীতে বিশেষজ্ঞদের তৈরি ক্যাপসুল উদ্ধার পদ্ধতির মাধ্যমে ৬৫ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়।

■ **১৯৮৫** — কলম্বিয়ায় একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প এবং এর ফলে সৃষ্ট অগ্ন্যুৎপাতে ২৩ হাজারেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারান।

জন্মদিন



জুহি চাওলা

১৯১৭ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বসন্তদাদা পাতিলের জন্মদিন।*

১৯৪২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অম্বিকা সোনির জন্মদিন।*

১৯৬৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী জুহি চাওলার জন্মদিন।*

শেখ হাসিনার বাংলাদেশের পাসপোর্টের আবেদন খারিজ নির্বাসন নাকি আইনি লড়াই; হাসিনার ভবিষ্যৎ কী?

নুরুল ইসলাম বাবুল



পূর্ব ঘোষিত ডিসেম্বরে দেশে যাওয়ার ইচ্ছে অনুযায়ী বাংলাদেশের পাসপোর্টের দরজায় কড়া নেড়েছিলেন শেখ হাসিনা। কিন্তু ঢাকার জবাব, পাসপোর্ট নয়, তাঁকে ফিরতে হবে প্রত্যর্পণের পথে। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর নতুন পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্রের আবেদন ঘিরে ৯ নভেম্বর যে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে, তা আপাতদৃষ্টিতে একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত হলেও এর অভিঘাত ছড়িয়ে পড়েছে নয়াদিল্লি থেকে ঢাকা পর্যন্ত। একদিকে ভারতে আশ্রিত বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধানের দেশে ফেরার ঘোষণা, অন্যদিকে মৃত্যুদণ্ডের রায় এবং তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য ঢাকার কূটনৈতিক চাপ। মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভারত। প্রশ্নটি এখন আর শুধু শেখ হাসিনা পাসপোর্ট পাবেন কি না, তা নয়। আসল প্রশ্ন, তিনি কি নিজের ইচ্ছায় বাংলাদেশে ফিরতে পারবেন, নাকি তাঁর ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে দিল্লি ও ঢাকার আইনি ও কূটনৈতিক দর-কষাকষিতে?

ঘটনার সূত্রপাত শেখ হাসিনার লন্ডনভিত্তিক আইনজীবী সংস্থা ম্যাট্রিক্স চেম্বার্সের পাঠানো একটি চিঠি। নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনের কাছে পাঠানো সেই আবেদনে তাঁর নতুন পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্র চাওয়া হয়েছে। আইনজীবীদের যুক্তি, বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে তাঁর পরিচয় এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অধীনে তাঁর অধিকার বিবেচনা করে আবেদনটি দ্রুত নিষ্পত্তি করা হোক। রয়টার্সের হাতে আসা চিঠিতে বলা হয়েছে, পূর্ববর্তী পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রত্যাহার করা হয়ে থাকলে নতুন নথি দেওয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। শেখ হাসিনার এই উদ্যোগকে তাঁর ডিসেম্বর মাসে দেশে ফেরার পরিকল্পনার সবচেয়ে স্পষ্ট পদক্ষেপ হিসেবে দেখছে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম।

কিন্তু ঢাকার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ছিল তীব্র। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবীর বলেছেন, ত্বাংলাদেশ কোনও সন্ত্রাসীকে পাসপোর্ট দেয় না।দ তাঁর বক্তব্য, তআমাদের ভারতের সঙ্গে সক্রিয় প্রত্যর্পণ চুক্তি রয়েছে। আমরা তাঁকে হস্তান্তর চাই।দ এমনকি কটাক্ষ করে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, শেখ হাসিনা কি রংপুরে শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছেন যে তাঁকে সাধারণ পর্যটকের মতো পাসপোর্ট দিতে হবে? বাংলাদেশের প্রধান প্রসিকিউটর মোহাম্মদ আমিনুল ইসলামও আবেদনটিকে 'রাজনৈতিক চমক' বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ ঢাকার রাজনৈতিক বার্তা স্পষ্ট;শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তনকে সাধারণ নাগরিকের ভ্রমণ হিসেবে বিবেচনা করতে রাজি নয় বর্তমান সরকার। তবে বিষয়টির প্রশাসনিক দিকটি আরও একটু সূক্ষ্ম। বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ জানিয়েছেন, আবেদনটির সত্যতা, আইনগত ভিত্তি এবং যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে কি না, তা পররাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রক পরীক্ষা করছে। পাসপোর্ট আইন, নাগরিকত্ব আইন এবং জাতীয় পরিচয়পত্র-সংক্রান্ত বিধান পর্যালোচনার কথাও তিনি বলেছেন। ফলে রাজনৈতিকভাবে আবেদন প্রত্যাখ্যানের বার্তা দেওয়া হলেও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় সব প্রশ্নের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে গেছে, এমন দাবি করা ঠিক হবে না। এই পার্থক্যটিই ঘটনাটির আইনি তাৎপর্য বুঝতে সাহায্য করে। শেখ হাসিনার নিজের বক্তব্যও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে দেওয়া সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ত্যদি মৃত্যু আমার নিয়তি হয়, তবে আমি নিজের দেশের মাটিতে, নিজের মানুষের মাঝেই মরতে চাই।দ আরও বলেছেন, দেশে ফিরলে গ্রেপ্তার, কারাবাস, নির্যাতন, এমনকি মৃত্যুর আশঙ্কা সম্পর্কেও তিনি সচেতন। তবু তাঁর সিদ্ধান্ত বদলায়নি। এই বক্তব্যে একদিকে প্রত্যাবর্তনের আবেগ, অন্যদিকে রাজনৈতিক অবস্থান পুনর্নির্মাণের চেষ্টা রয়েছে। তিনি নিজেকে বিচার এড়াতে বিদেশে থাকা একজন প্রাক্তন শাসক হিসেবে নয়, বরং নিজের দেশে ফিরে রাজনৈতিক ও আইনি লড়াই করতে ইচ্ছুক একজন নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা আর রাষ্ট্রের আইনি প্রক্রিয়া এক বিষয় নয়।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে শেখ হাসিনার সরকারের পতন বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক বড় পরিবর্তন ঘটায়। প্রায় পনেরো বছরের শাসনের অবসানের পর তিনি ভারতে চলে আসেন। আন্দোলন দমনে প্রাণঘাতী শক্তি প্রয়োগের অভিযোগে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ২০২৫ সালের ১৭ নভেম্বর তাঁকে অনুপস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ড দেয়। জাতিসংঘের মানবাধিকার দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, জুলাই-আগস্টের সহিংসতায় প্রায় ১,৪০০ মানুষ নিহত হয়েছিলেন। হাসিনা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং বিচারপ্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর দল আওয়ামী লীগের কার্যক্রমও নিষিদ্ধ রয়েছে। বহু নেতা কারাগারে, অনেকে দেশত্যাগ করে ভারতে কিংবা অন্য দেশে অবস্থান করছেন। এখানেই বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃত্বের সামনে দ্বিমুখী চ্যালেঞ্জ। বিএনপি নেতৃত্বাধীন তারেক রহমানের সরকার একদিকে অভ্যুত্থান-পরবর্তী জনদাবি ও বিচার নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতির মুখোমুখি, অন্যদিকে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠার দায়িত্বও তাদের নিতে হচ্ছে। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে অভিযোগ যত গুরুতরই হোক, বিচারপ্রক্রিয়াকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ঊর্ধ্বে রাখতে হবে। কারণ একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে দণ্ডিত করা যতটা গুরুত্বপূর্ণ, তাঁর বিচার যে নিরপেক্ষ ও ন্যায়সংগত হয়েছে, আন্তর্জাতিক মহলকে সেই বিশ্বাস দেওয়াও ততটাই জরুরি। অন্যথায় প্রত্যর্পণের প্রশ্নে বাংলাদেশের অবস্থান কূটনৈতিকভাবে দুর্বল হতে পারে।

ভারতের অবস্থান আরও জটিল। শেখ হাসিনার শাসনামলে দিল্লি বাংলাদেশের কাছ থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের নিরাপত্তা, সীমান্ত সহযোগিতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ মোকাবিলা এবং যোগাযোগব্যবস্থার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছে। দুই দেশের মধ্যে রেল, সড়ক, বিদ্যুৎ ও বাণিজ্যিক সম্পর্কও বিস্তৃত হয়েছিল। ফলে হাসিনার পতন ভারতের কাছে শুধু একটি বন্ধুভাবাপন্ন সরকারের পরিবর্তন ছিল না; দক্ষিণ এশিয়ায় তার দীর্ঘদিনের কৌশলগত অবস্থানেরও পরিবর্তন। এখন তাঁকে প্রত্যর্পণ করলে পুরনো রাজনৈতিক সম্পর্কের একটি অধ্যায়ের অবসান ঘটবে, আর প্রত্যর্পণ না করলে বাংলাদেশের নতুন সরকারের সঙ্গে অবিশ্বাস আরও গভীর হতে পারে। তাই ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এর আগে জানিয়েছেন, বাংলাদেশের প্রত্যর্পণের আবেদন প্রতিষ্ঠিত আইনি ও বিচারিক প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা করা হচ্ছে। ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসেও তিনি বলেছিলেন, আবেদনটি চলমান আইনি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ৯ নভেম্বরের নতুন পাসপোর্ট বিতর্কে ভারতের পক্ষ থেকে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা আনুষ্ঠানিক মন্তব্য প্রকাশ্যে আসেনি। এই নীরবতা কেবল কূটনৈতিক সতর্কতা নয়; এর মধ্যে দিল্লির হিসাবও রয়েছে। ভারত চাইবে না, এমন একটি সিদ্ধান্ত নিতে যার ফলে বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্ত, নিরাপত্তা, বাণিজ্য ও আঞ্চলিক সহযোগিতার সম্পর্ক আরও জটিল হয়ে পড়ে।

আইনগতভাবে বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ২০১৩ সালের প্রত্যর্পণ চুক্তি রয়েছে, যা ২০১৬ সালে সংশোধিত হয়েছে। চুক্তির আওতায় অপরাধে অভিযুক্ত বা দণ্ডিত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট শর্তে হস্তান্তর করা যায়। রাজনৈতিক অপরাধের ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ প্রত্যাখ্যানের সুযোগ থাকলেও হত্যা, নরহত্যা ও কয়েকটি গুরুতর অপরাধকে রাজনৈতিক অপরাধের ব্যতিক্রমের মধ্যে রাখা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের মামলাটি রাজনৈতিক পটভূমিতে সংঘটিত হয়েছে বলেই ভারত প্রত্যর্পণ প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য, এমন নয়। আবার চুক্তি রয়েছে বলেই ভারতকে অবিলম্বে তাঁকে হস্তান্তর করতে হবে, এমন সিদ্ধান্তও আইনসম্মত নয়। ভারতের ১৯৬২ সালের Extradition Act এবং সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদে জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার সুরক্ষাও এখানে প্রাসঙ্গিক। প্রত্যর্পণের আগে বাংলাদেশের পাঠানো দণ্ডাদেশ, বিচারিক নথি, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এবং সংশ্লিষ্ট আইনি দলিল পরীক্ষা করতে হবে। মৃত্যুদণ্ডের বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচিত হবে। বিচারটি অনুপস্থিতিতে হয়েছে কি না, আত্মপক্ষ সমর্থনের যথেষ্ট সুযোগ ছিল কি না, বিচারপ্রক্রিয়া আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারের মানদণ্ড পূরণ করেছে কি না এবং প্রত্যর্পণের পর তাঁর জীবন ও নিরাপত্তা কতটা সুরক্ষিত থাকবে;এসব প্রশ্ন দিল্লির বিবেচনায় আসতে পারে। বাংলাদেশের সংবিধান ও প্রচলিত আইনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার-সংক্রান্ত অঙ্গীকারও এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের প্রথম আলো পত্রিকার ইংরেজি সংস্করণে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনীতির বিশ্লেষক আলী রিয়াজের আইনি পর্যালোচনায় এই প্রক্রিয়ার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে এসেছে। তাঁর ব্যাখ্যায়, প্রত্যর্পণের আবেদন শুধু আদালতের রায় পাঠিয়ে সম্পন্ন হয় না; সংশ্লিষ্ট নথির সত্যতা যাচাই, চুক্তির শর্ত পূরণ এবং ভারতের অভ্যন্তরীণ আইনি মূল্যায়ন প্রয়োজন। বিশেষত মৃত্যুদণ্ড ও অনুপস্থিতিতে বিচার হওয়ার বিষয়টি দিল্লির সিদ্ধান্তে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ চুক্তির অস্তিত্ব প্রত্যর্পণের পথ খুলে রেখেছে, কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষমতা ভারতের হাতেই রয়েছে।

তাহলে এখন এর বাস্তব সমাধান কী? আইনজ্ঞদের বিবেচনায়, এই মুহূর্তে সবচেয়ে বাস্তবসম্মত পথ হলো দুই দেশের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমাবদ্ধ আইনি ও কূটনৈতিক আলোচনা। বাংলাদেশকে প্রত্যর্পণের দাবির পাশাপাশি বিচারপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার এবং মৃত্যুদণ্ডের রায় নিয়ে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নিশ্চয়তা দিতে হবে। ভারতের উচিতও রাজনৈতিক সুবিধা-অসুবিধার অজুহাতে বিষয়টি অনির্দিষ্টকাল ঝুলিয়ে না রেখে চুক্তি ও নিজস্ব আইনের ভিত্তিতে লিখিতভাবে তার অবস্থান স্পষ্ট করা। প্রয়োজনে অতিরিক্ত নথি চাওয়া, বিচারিক নিশ্চয়তা গ্রহণ এবং আইনগত পর্যালোচনার মাধ্যমে একটি গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব। প্রত্যর্পণ অনুমোদিত হলে চুক্তির নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় হস্তান্তর হবে; আর প্রত্যাখ্যান করা হলে তারও স্পষ্ট আইনি ভিত্তি জানাতে হবে।

শেষ পর্যন্ত শেখ হাসিনার পাসপোর্টের আবেদন খারিজ হওয়ায় হয়তো তাঁর বাংলাদেশের মাটিতে ফেরার সম্ভাবনাকে পুরোপুরি শেষ করে দেয়নি। বরং তাঁর প্রত্যাবর্তনের প্রশ্নটিকে আরও স্পষ্টভাবে ভারত-বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে। ঢাকা তাঁকে ফেরত চায়, হাসিনা ফিরতে চান, আর দিল্লি এখনও আইনি প্রক্রিয়ার আড়ালে নিজের সিদ্ধান্তের সময় ও পরিসর নির্ধারণ করছে। কিন্তু এই অচলাবস্থার স্থায়ী সমাধান কোনও রাজনৈতিক প্রতিশোধ, কূটনৈতিক চাপ কিংবা ব্যক্তিগত আবেগের মধ্যে নেই। সমাধান রয়েছে আইনের শাসন, ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা এবং পারস্পরিক রাষ্ট্রীয় মর্যাদা রক্ষার মধ্যে। শেখ হাসিনার বিচার যদি হয়, তা হতে হবে এমন এক বিচার, যার গ্রহণযোগ্যতা শুধু ঢাকার আদালতে নয়, আন্তর্জাতিক বিচারবোধের কাছেও প্রতিষ্ঠিত হয়। আর ভারতের সিদ্ধান্তও হতে হবে এমন, যাতে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ভবিষ্যৎ কোনও ব্যক্তিকে ঘিরে স্থায়ীভাবে বন্দি হয়ে না পড়ে। এই মুহূর্তে সেটিই দিল্লি ও ঢাকার সামনে সবচেয়ে কঠিন, অথচ সবচেয়ে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক পরীক্ষা।

ডানার ভাষা যিনি পড়তে শিখিয়েছিলেন

অর্কপ্রভ দাস

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কিছু মানুষ রয়েছেন, যাঁরা কোনও সাম্রাজ্য জয় করেননি, কোনও যুদ্ধ পরিচালনা করেননি, কিংবা রাজনৈতিক ক্ষমতার শীর্ষে আসীন হননি; অথচ নিজেদের অসামান্য কর্মের মাধ্যমে তাঁরা মানবসভ্যতার জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের সাফল্যের মাপকাঠি ক্ষমতা কিংবা প্রতিপত্তি নয়, বরং তাঁদের আবিষ্কৃত নতুন দিগন্ত। ভারতের পক্ষীবিজ্ঞানের ইতিহাসে এমনই এক উজ্জ্বল নাম ড. সেলিম আলি। একজোড়া দূরবিন, একটি নোটবুক এবং প্রকৃতিকে জানার অদম্য কৌতূহলকে সম্বল করে যিনি গোটা ভারতবর্ষের পাখিদের জগৎকে নতুনভাবে চিনিয়েছিলেন। আজও তিনি আমাদের কাছে পরিচিত 'বার্ডম্যান অব ইন্ডিয়া' নামে। ১৮৯৬ সালের ১২ নভেম্বর বোম্বাইয়ে জন্মগ্রহণ করেন সেলিম মইজুদ্দিন আবদুল আলি। শৈশবেই পিতামাতাকে হারানো এই মানুষটির জীবনের গতিপথ বদলে দিয়েছিল একটি সামান্য ঘটনা। প্রায় দশ বছর বয়সে খেলনা এয়ারগান দিয়ে একটি চড়ুইজাতীয় পাখি শিকার করার পর তার গলার হলুদ দাগ দেখে তিনি কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। পাখিটির পরিচয় জানতে গিয়ে তাঁর পরিচয় ঘটে বম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটির (BNHS) তৎকালীন সচিব ডব্লিউ এস মিলার্ডের সঙ্গে। মিলার্ড তাঁকে পাখিটির পরিচয় জানান এবং পক্ষীবিজ্ঞানের বিশাল জগতের সঙ্গে পরিচিত করান। একটি ছোট্ট পাখিকে ঘিরে জন্ম নেওয়া সেই কৌতূহলই পরবর্তীকালে ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক অসাধারণ অধ্যায়ের সূচনা করে। সেলিম আলির জীবনের বিশেষত্ব হলো, তিনি প্রকৃতিকে কেবল গবেষণাগারের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি। তাঁর প্রকৃত গবেষণাগার ছিল ভারতের বিস্তীর্ণ বনভূমি, পাহাড়, নদী, হ্রদ, জলাভূমি এবং প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল। ১৯৩০ সালে জার্মানি থেকে পক্ষীবিজ্ঞানের প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ফেরার পর তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে পাখিদের ওপর ধারাবাহিক সমীক্ষা শুরু করেন। হায়দরাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, মহীশূর, কচ্ছ, সিকিম, ভুটান এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

তাঁর গবেষণার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল মাঠপর্যায়ের পর্যবেক্ষণ বা Field Ornithologyকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া। পাখি কোথায় থাকে, কী খায়, কীভাবে বাসা তৈরি করে, কখন পরিযান করে, কোন পরিবেশে তাদের বংশবিস্তার ঘটে ; এই সমস্ত বিষয় তিনি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে নথিবদ্ধ করতেন। তাঁর গবেষণার মাধ্যমে ভারতীয় পক্ষীবিজ্ঞান নিছক পাখির প্রজাতি শনাক্তকরণের গণ্ডি অতিক্রম করে পরিবেশবিদ্যা ও জীববৈচিত্র্য গবেষণার বিস্তৃত পরিসরে প্রবেশ করে।

১৯৪১ সালে প্রকাশিত তাঁর The Book of Indian Birds ভারতীয় পক্ষীবিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি মাইলফলক। বইটির সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল, এটি পাখি চেনার বিদ্যাকে বিশেষজ্ঞদের একচেটিয়া জগৎ থেকে সাধারণ পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয়। পরবর্তীকালে মার্কিন পক্ষীবিজ্ঞানী সিডনি ডিলন রিপলির সঙ্গে যৌথভাবে রচিত দশ খণ্ডের Handbook of the Birds of India and Pakistan উপমহাদেশের পাখি গবেষণার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আকরগ্রন্থ হয়ে ওঠে। আজও গবেষক ও পক্ষীপ্রেমীদের কাছে এই গ্রন্থের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।

তবে সেলিম আলির অবদানকে শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। তিনি ছিলেন ভারতের পরিবেশ সংরক্ষণ আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। রাজস্থানের ভরতপুর পাখির অভয়ারণ্য তথা বর্তমান কেওলাদেও জাতীয় উদ্যানের সংরক্ষণ, কর্ণাটকের রঙ্গনাথিট্টু পাখির অভয়ারণ্য এবং দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র রক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। কেরালার সাইলেন্ট ভ্যালির অমূল্য চিরহরিৎ অরণ্য রক্ষার আন্দোলনেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রকৃতি ধ্বংস করে উন্নয়নের যে ধারণা ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল, তার বিরুদ্ধে তিনি বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি ও তথ্য তুলে ধরেছিলেন। সেলিম আলির চিন্তাভাবনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ। তিনি বুঝেছিলেন, শুধু সরকারি আইন কিংবা কয়েকটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল দিয়ে জীববৈচিত্র্য রক্ষা সম্ভব নয়। প্রয়োজন মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন। প্রকৃতিকে ভালোবাসতে শেখাতে হবে, পাখিদের চিনতে শেখাতে হবে এবং পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে নতুনভাবে উপলব্ধি করতে হবে। তাঁর এই স্বপ্নের ধারাবাহিকতায় ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সেলিম আলি সেন্টার ফর অর্নিথোলজি অ্যান্ড ন্যাচারাল হিস্ট্রি (SACON), কোয়েম্বাটুর। পক্ষীবিজ্ঞান ও প্রকৃতি সংরক্ষণ গবেষণায় প্রতিষ্ঠানটি আজও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

আজ সেলিম আলির জন্মের ১৩০তম বছরে দাঁড়িয়ে তাঁর জীবনদর্শনের প্রাসঙ্গিকতা আগের যেকোনও সময়ের তুলনায় বেশি। ভারতের নগরায়ণ, শিল্পায়ন এবং পরিকাঠামোগত সম্প্রসারণের চাপে ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে পাখিদের প্রাকৃতিক আবাসস্থল। শহরের জলাভূমি বুজিয়ে তৈরি হচ্ছে বহুতল, বনভূমি হারাচ্ছে তার স্বাভাবিক বিস্তার, নদী ও জলাশয় দূষিত হচ্ছে নির্বিচারে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবও পরিযায়ী পাখিদের স্বাভাবিক জীবনচক্রের ওপর নতুন চাপ সৃষ্টি করছে। এমন পরিস্থিতিতে পাখিদের সংরক্ষণ আর নিছক প্রকৃতিপ্রেমীদের শখের বিষয় নয়; এটি পরিবেশগত নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মতো নদীমাতৃক ও জলাভূমিসমৃদ্ধ রাজ্যে সেলিম আলির চিন্তাভাবনা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। সুন্দরবন, পূর্ব কলকাতা জলাভূমি, গঙ্গার বিস্তীর্ণ অববাহিকা এবং উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চল অসংখ্য দেশীয় ও পরিযায়ী পাখির আশ্রয়স্থল। এই প্রাকৃতিক সম্পদগুলির অবক্ষয় শুধু পাখিদের নয়, মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপরও প্রভাব ফেলবে। তাই বিদ্যালয়, কলেজ, স্থানীয় প্রশাসন এবং পরিবেশ সংগঠনগুলিকে নিয়ে পাখি গণনা, জলাভূমি সংরক্ষণ ও প্রকৃতি শিক্ষার উদ্যোগ আরও বিস্তৃত করা প্রয়োজন। ১৯৫৮ সালে পদ্মভূষণ এবং ১৯৭৬ সালে পদ্মবিভূষণে সম্মানিত সেলিম আলি ১৯৮৭ সালের ২০ জুন প্রয়াত হন। কিন্তু তাঁর প্রকৃত উত্তরাধিকার কোনও পদক কিংবা উপাধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর উত্তরাধিকার ছড়িয়ে রয়েছে ভারতের প্রতিটি বনভূমিতে, প্রতিটি জলাভূমিতে এবং সেইসব মানুষের চোখে, যাঁরা আজও দূরবিন হাতে পাখির খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। একটি পাখির পরিচয় জানতে গিয়ে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা শেষ পর্যন্ত একটি দেশকে তার প্রকৃতির সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। সেলিম আলি আমাদের শিখিয়

বাঁকুড়ার হলুদকানালির উন্নয়নে বিশেষ নজর মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রাইপুরের বাঁদনা পরব সভা মঞ্চ থেকে বৃহস্পতিবার বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের হলুদকানালি এলাকা উন্নয়ন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, তিনি হওয়াটসঅ্যাপে দেখেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা দুটি দাবি তাঁর কাছে করেছেন। স্থানীয়দের অভিযোগ হলুদকানালির একটি স্কুলে হোস্টেল দীর্ঘদিন বন্ধ রয়েছে। এটি চালু করার দরকার আছে বলে তাঁকে জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এবিষয়ে জানান, তিনি খোঁজ নিয়ে দেখেছেন গত ২০২৫ সালে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকদের একটি বৈঠক হয়েছিল। সেই বৈঠকে ঠিক হয়, কোনও অভিভাবক হোস্টেলে পড়ুয়াদের রাখতে চান না। তাই বন্ধ রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এবিষয়ে আরও জানান, আগে আবাসিক



পিছু মাসিক বরাদ্দ ছিল মাত্র ১৮০০ টাকা। বর্তমান সরকার তা বাড়িয়ে ৩৩০০ টাকা করেছে। অভিভাবকেরা চাইলে হোস্টেল খোলার ব্যবস্থা তিনি নেবেন। শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, 'এখানে একটি ১০ বেডের হাসপাতাল ছিল। দীর্ঘদিন সেটি বন্ধ হয়ে পড়ে আছে।' এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, 'হাসপাতালটি ২০০৪ সালে তৈরি হয়েছিল। বিগত তৃণমূল সরকার তার ১২টা বাজিয়ে দিয়েছে। অভিযোগ পেয়ে আমি হাসপাতালটি খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ইতিমধ্যেই ডাক্তার ও নার্সদের আবাস-সহ হাসপাতালটি চালুর জন্য স্বাস্থ্য সচিবকে বলেছি ১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করতে।'

পথশ্রীর বোর্ড থাকলেও শুরু হয়নি রাস্তার কাজ

ক্ষোভে ফুঁসছেন বালুরঘাটবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: রাস্তার পাশে 'পথশ্রী' প্রকল্পের বোর্ড বসেছে প্রায় এক বছর আগে। কিন্তু বাস্তবে আজও পড়েনি এক কোদাল মাটিও। দীর্ঘ প্রায় দুই বছর ধরে বেহাল রাস্তার যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে পথ অবরোধে সামিল হলেন বালুরঘাট পৌরসভার ৯ ও ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। নেপালি পাড়া ও নামাবঙ্গী এলাকার মানুষজন রাস্তায় নেমে প্রায় ৪৫ থেকে ৫০ মিনিট বিক্ষোভ দেখান। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গোটা রাস্তা জুড়ে তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। সামান্য বৃষ্টিতেই সেখানে হাঁটুজল জমে যায়। ফলে স্কুল-কলেজের পড়ুয়া, সাধারণ পথচারী থেকে শুরু করে রোগী ও যানবাহন চালকদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। রাস্তার এমনই বেহাল দশা যে, অনেক সময় টোটো বা অটোচালকরাও ওই এলাকায় ঢুকতে রাজি হন না। সমস্যা সমাধানের দাবিতে পৌরসভা এবং জনপ্রতিনিধিদের কাছে বারবার দরবার করেও কোনো স্থায়ী সুরাহা মেলেনি বলে দাবি এলাকাবাসীর। বিক্ষোভকারী ভজন কুমার সাহা জানান, পুজোর আগেই রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পুজো পেরিয়ে গেলেও কাজ শুরু হয়নি। অন্যদিকে, বালুরঘাট কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা ডঃ



বন্দনা ঘোষের ক্ষোভ, স্থানীয় কাউন্সিলর শিপ্রা খাঁকে বিষয়টি একাধিকবার জানানো সত্ত্বেও প্রতিশ্রুতি ছাড়া কিছুই মেলেনি। অবরোধের খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বালুরঘাট থানার পুলিশ। আন্দোলনকারীদের দাবি, পুলিশ প্রশাসনের তরফে পৌরসভার চেয়ারপার্সন ও মহকুমা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত রাস্তা ও নিকাশি নালা সংস্কারের আশ্বাস দেওয়া হয়। পুলিশের আশ্বাসে আপাতত অবরোধ উঠে যায়।

কাঁকসায় ছটপুজোর প্রস্তুতিতে বিশেষ নজর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: হাতে গোনা আর মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরই পানাগড়ের বিভিন্ন এলাকায় মহা ধুমধামের সঙ্গে পালিত হবে হিন্দিভাষী মানুষের অন্যতম প্রধান উৎসব ছটপুজো। পুজোকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ছটঘাটের সৌন্দর্যায়ন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে তৎপর প্রশাসন। পানাগড় বাজারের অন্যতম বড় ছটপুজোর আয়োজন হয় পানাগড় রেল স্টেশন সংলগ্ন রেলপুকুর ঘাটে। সেই ঘাটের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে এদিন যৌথভাবে পরিদর্শনে যান কাঁকসা থানার আইসি সন্দীপ দাস, পানাগড় স্টেশন আরপিএফের ওসি এবং কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা। পরিদর্শনের সময় ছটঘাটের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ কতটা এগিয়েছে, তা খতিয়ে দেখেন আধিকারিকরা। পাশাপাশি পুজো দিতে আসা সাধারণ মানুষ ও পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা করা হয়। রেলপুকুরের জল পরিষ্কার রাখতে পুকুরে চুন ছড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে যাঁরা পুকুরের জলে নেমে ছট পুজোর অর্ঘ্য নিবেদন করবেন, তাঁদের যাতে কোনওরকম সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয়, সেই



বিষয়েও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ছটপুজোকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে এবং ভক্তরা নির্বিঘ্নে পুজো সম্পন্ন করতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই পুলিশ, রেল পুলিশ ও পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে যৌথভাবে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সম্পন্ন হল চিত্রগুপ্ত পুজো



নিজস্ব প্রতিবেদন, রিষড়া: রিষড়া সেবক সংঘের বিশাল হলে হুগলি জেলা কায়স্থ সমাজের পক্ষ থেকে তাঁদের আরাধ্য দেবতা চিত্রগুপ্ত মহারাজের জন্মজয়ন্তী অত্যন্ত ধুমধাম সহকারে উদযাপন করা হয়। সর্বপ্রথম কলম-দোয়াতের পূজা করা হয় এবং তারপর একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়। এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিজেপির নেত্রী শশি সিং ঝা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং সমাজসেবী তপন বিশ্বাসও উপস্থিত ছিলেন। উভয় বক্তাই চিত্রগুপ্ত মহারাজ সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য রাখেন। কলম-দোয়াতকে শিক্ষার প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করে হুগলি জেলা কায়স্থ সমাজের সভাপতি আর.পি. লাল, সম্পাদক বিনোদ শ্রীবাস্তব, জিতেন্দ্র শ্রীবাস্তব এবং সুনীল সিনহা যুব প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালনের কথা বলেন। পাশাপাশি অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানান এবং উপস্থিত সদস্যদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জানান।

কোটি টাকার মাদক উদ্ধার-সহ গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রায় তিন কোটি টাকার ব্রাউন সুগার সহ দুই মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। বুধবার গভীর রাতে কালিয়াচক থানার জালালপুর এলাকা থেকেই ওই মাদক কারবারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ১ কেজি ৯০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার। তার সঙ্গে আটক করা হয়েছে একটি চার চাকার পিকআপ ভ্যান। বৃহস্পতিবার ধৃতদের মালদা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম আব্দুল মাজিদ এবং রফিকুল ইসলাম। দু'জনেরই বাড়ি মালদার মোথাবাড়ি থানা এলাকায়। জালালপুরের নিচেরকান্দি এলাকা থেকে পিকআপ গাড়ি-সহ তাদের আটক করে পুলিশ। এরপর গাড়িতে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার। ধৃতদের বিরুদ্ধে মাদক পাচারের অভিযোগে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ। কোথা থেকে ওই বিপুল পরিমাণ মাদক আনা হয়েছিল এবং কোথায় পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। এই পাচারচক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা। মাদক পাচার রুখতে রাজ্য সরকারের নির্দেশ ও প্রশাসনিক তৎপরতার মধ্যে মালদা জেলার বিভিন্ন এলাকায় লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ।

কাঁকসা থানার উদ্যোগে মহিলাদের বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সামাজিক দায়বদ্ধতার নজির গড়ল কাঁকসা থানার গ্রামরক্ষী বাহিনী। প্রতি বছরের মতো এ বছরও কাঁকসা থানা প্রাঙ্গণে গ্রামরক্ষী বাহিনীর উদ্যোগে কঙ্কেশ্বরী কালী মন্দিরে মহা ধুমধামের সঙ্গে পুজোর আয়োজন করা হয়। পুজোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি একাধিক সমাজসেবামূলক কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই বৃহস্পতিবার দুপুরে এলাকার কয়েকশো দুঃস্থ মহিলার হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। এই কর্মসূচিকে ঘিরে এদিন কাঁকসা থানা প্রাঙ্গণে এলাকার বহু মহিলার সমাগম ঘটে। তাঁদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেন কাঁকসা থানার পুলিশ আধিকারিকরা। পুজোর আনন্দকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে এবং সমাজের আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মহিলাদের মুখে হাসি ফোটাতেই এই উদ্যোগ বলে জানা গিয়েছে। নতুন বস্ত্র হাতে পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই খুশি এলাকার মহিলারা। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি গ্রামরক্ষী বাহিনীর এই সমাজসেবামূলক উদ্যোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে প্রশংসা কুড়িয়েছে।

SITUATION VACANT

APPLICATIONS ARE INVITED FROM ELIGIBLE CANDIDATES FOR THE FOLLOWING POST IN D.El.Ed. SECTION.

D.El.Ed. Section

1. PRINCIPAL -1	2. SCIENCE – 2
3. SOCIAL SCIENCE – 1	4. EDUCATION – 2
5. LANGUAGE – 2	6. PERFORMING ARTS – 1
7. PHYSICAL EDUCATION- 1	

Educational qualification and salary as per NCTE rules. Apply sharp within seven days to the **President, Edugate Teachers' Training Institute, Vill- Salika, P.O. & P.S. - Gurguripal, Paschim Medinipur, 721102. Mobile: 9775476677. Email: edugate.tti@gmail.com.** S/D President

adventz

অ্যাডভেন্টজ সিকিউরিটিজ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড

CIN : L36993WB1995PLC069510

নিবন্ধিত কার্যালয় : হংকং হাউস, ৩১, বি.বি.ডি. বাগ (এস), কলকাতা - ৭০০ ০০১

টেলিফোন : +৯১ ৩৩ ২২৪৮ ৮৮৯১/৯২

ই-মেইল : corp@poddarheritage.com, **ওয়েবসাইট :** www.poddarheritage.com

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

বাস্তবিক সিকিউরিটিজের স্থানান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ উইন্ডো

৩০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের সেবি সার্কুলার HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 অনুসারে, অ্যাডভেন্টজ সিকিউরিটিজ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড (''কোম্পানি'') এতদ্বারা জানাচ্ছে যে ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে বিক্রি বা কেনা বাস্তবিক সিকিউরিটিজগুলির স্থানান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশনের (''ডিম্যাট'') জন্য ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত আরেকটি বিশেষ উইন্ডো খোলা হয়েছে, যার মধ্যে পূর্বে প্রত্যাখ্যান করা, ফেরত দেওয়া বা প্রক্রিয়া না করা অনুরোধগুলিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আরও বিস্তারিত জানার জন্য, বিনিয়োগকারীরা https://tinyurl.com/449cbkam-এ উপলব্ধ সেবি সার্কুলারটি দেখতে পারেন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে শুধুমাত্র মূল সিকিউরিটি সার্টিফিকেট(গুলি), ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে সম্পাদিত ট্রান্সফার ডিড এবং অন্যান্য সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ জমা দেওয়া অনুরোধগুলি বিশেষ উইন্ডোর অধীনে বিবেচনার জন্য যোগ্য হবে। এই উইন্ডো অনুসারে স্থানান্তরিত সিকিউরিটিজগুলি শুধুমাত্র ডিম্যাট ফর্ম-এ জমা করা হবে এবং তা এক বছরের লক-ইন সময়ের সাপেক্ষে হবে।

এই বিশেষ উইন্ডোর সুবিধা পেতে ইচ্ছুক শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, মেসার্স জুয়ারি ফিনসার্ভ লিমিটেডের প্লট নং ২, জমরুদপুর কমিউনিটি সেন্টার, কৈলাশ কলোনি এক্সটেনশন, নিউ দিল্লি - ১১০০৪৮-এ অবস্থিত নিবন্ধিত কার্যালয়ে অথবা এ-৩২, ১ম ফ্লোর, মোহন কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, মথুরা রোড, বদরপুর, নিউ দিল্লি - ১১০০৪৪-এ অবস্থিত কর্পোরেট কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে পারেন। যোগাযোগের নম্বর (০১১) ৪৬৪৭ ৪০০০/৪৮৫১ ৩৩০০।

ওয়েবসাইট : www.zuarimoney.com ইমেল : zfl@adventz.zuarimoney.com

অ্যাডভেন্টজ সিকিউরিটিজ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অমিশা সিং
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

তারিখ : ১২ নভেম্বর, ২০২৬
স্থান : কলকাতা

SBI

এসবিআই রাধানগর এডিবি ব্রাঞ্চ (০৫৬৮১)
শচীন সেন রোড, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১১০৩,
পশ্চিমবঙ্গ, ইমেল : sbi.05681@sbi.co.in

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ
ই-মেইল-sbi.05681@sbi.co.in
নাম : সায়ন ভট্টাচার্য,
মোবাইল : ৮০০১১৯৪৫৮৬

বাজেয়াপ্তকরণ এবং যানবাহন বিক্রয়ের মানক অপারেটিং পদ্ধতি অনুযায়ী গাড়ি বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি (অ্যানেক্সার -১)

ই-নিলামের তারিখ ও সময় : ২১.১১.২০২৬

সকাল : ১১.০০ টা থেকে বিকেল ০৪.০০ টা পর্যন্ত প্রতিটি বিড থেকে ১০ মিনিটের সীমাহীন মেয়াদ বৃদ্ধি সহ। প্রি-বিড ইএমডি পেমেন্ট করার শেষ তারিখ : ''আগ্রহী বিডার ২০.১১.২০২৬ তারিখে বা তার আগে প্রি-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। প্রি-বিড ইএমডি-র ক্রেডিট শুধুমাত্র ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পেমেন্ট পাওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে এই ধরনের তথ্য আপডেট করার পর বিডারকে দেওয়া হবে। ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছুটা সময় লাগতে পারে এবং তাই শেষ মুহূর্তের কোনো সমস্যা এড়াতে বিডারদের তাদের নিজেদের স্বার্থে আগেভাগেই প্রি-বিড ইএমডি পরিমাণ জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।''

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(দের) এবং গ্যারান্টার(দের) নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে সিকিউরড পাওনাদারের কাছে হাইপোথিকেট / বন্ধক / চার্জ করা নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি, যার **বাস্তবিক দখল** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড পাওনাদারের অনুমোদিত অফিসার নিয়েছেন, তা ঋণগ্রহীতা(দের) থেকে সিকিউরড পাওনাদারের কাছে বকেয়া পাওনা এবং তার উপর সুদ এবং সিকিউরড সম্পদ বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত পুনরুদ্ধার (যদি থাকে) বাদ দিয়ে ব্যয় এবং খরচ ইত্যাদি আদায়ের জন্য **২১.১১.২০২৬ তারিখে ''যেমন আছে যেখানে আছে'', ''যেমন আছে যা আছে'' এবং ''যা কিছু আছে''** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ক্রম নং	জ্ঞাত দায়ভার সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি থাকে	পরিদর্শনের তারিখ ও সময় এবং স্থান	সংরক্ষিত মূল্য	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট এবং বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**মেক এবং মডেল :** হুন্ডাই ইন্ডিয়া লিমিটেড Hyundai Venue 1.2 MT S(O), **রেজিস্ট্রেশন নং** WB52BM8694, **রেজিস্ট্রেশন তারিখ** ২৭.০৩.২০২৪, **ইঞ্জিন নং** G4LAPM795078, **চ্যাসিস নং** MALFC81BLPM556030, **তৈরির বছর** ২০২৩ **মালিকের নাম : শ্রী টিপু শেখ**	১৭.১১.২০২৬ দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এসবিআই রাধানগর এডিবি ব্রাঞ্চ, শচীন সেন রোড, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১১০৩, পশ্চিমবঙ্গ	৭,৭০,০০০/- টাকা **জিএসটি সহ** যার নিচে গাড়িটি বিক্রি করা হবে না	**সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ** ৭৭,০০০/- টাকা বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ৫০০০/- টাকা

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড পাওনাদারের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in**-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য, অনুগ্রহ করে **https://www.baanknet.com** লিঙ্কে দেখুন

তারিখ : ১৩.১১.২০২৬
স্থান : রাধানগর, নদীয়া

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

UNITY

ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড
নিবন্ধিত কার্যালয় : ইউনিট নং ১২০১, ১২০২ এবং ১২০৩, ১৩ তলা, আনসাল ভবন, ১৬, কে. জি. মার্গ, নিউ দিল্লি-১১০০০১ কর্পোরেট কার্যালয় : সেন্ট্রাম হাউস, বিদ্যানগরী মার্গ, কালিনা, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০ ০৯৮

বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কার বিক্রয়ের জন্য নিলাম বিজ্ঞপ্তি

যে নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/(গণ) সোনার কোলেটার্যালের জামিন সাপেক্ষে ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড (''ব্যাঙ্ক'') থেকে গোল্ড লোন সুবিধা নিয়েছিলেন। ঋণগ্রহীতা/(গণ) কিস্তি এবং বকেয়া পাওনা যথাসময়ে পরিশোধ করতে খেলাপি হয়েছেন এবং যার ফলস্বরূপ লোন অ্যাকাউন্টগুলি ওভারডিউ হয়ে গেছে এবং/অথবা নন-পারফর্মিং অ্যাসেটস হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। ব্যাঙ্কের দ্বারা বারবার বিজ্ঞপ্তি এবং রিমাইন্ডার জারি করা সত্ত্বেও, ঋণগ্রহীতা/(গণ) তাদের বকেয়া পাওনা নিয়মিত/পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন যার ফলে প্রযোজ্য আইনের অধীনে ব্যাঙ্ক বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কার নিলাম করতে বাধ্য হচ্ছে।

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/(গণ) এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে ব্যাঙ্ক নীচে উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ে কঠোরভাবে ''যেমন আছে যা আছে ভিত্তিতে'' বন্ধক রাখা সোনার কোলেটার্যালগুলির নিলাম পরিচালনা করবে :

নিলামের তারিখ : ২৩-১১-২০২৬ **সময় সকাল ১১.০০ টা**

লোন অ্যাকাউন্ট নং	গ্রাহকের নাম	রাজ্য	অবস্থান	মোট ওজন (গ্রাম)
USFB704CONS000066489	মনোজ পান্ডে	পশ্চিমবঙ্গ	রাসবিহারী অ্যাভিনিউ	১১.৮০
USFB704CONS000066707	সম্পা দাস	পশ্চিমবঙ্গ	রাসবিহারী অ্যাভিনিউ	২২.৫০
USFB704CONS000067540	কিরণ সাউ	পশ্চিমবঙ্গ	রাসবিহারী অ্যাভিনিউ	৬১.৫২
USFB708CONS000068885	মুকুল চক্রবর্তী	পশ্চিমবঙ্গ	লেক টাউন	২১.৬১
USFB712CONS000068891	দীপ্তিময়ী দাস	পশ্চিমবঙ্গ	জাগামারা মেইন রোড	৯.১৪
USFB708CONS000069090	মুকুল চক্রবর্তী	পশ্চিমবঙ্গ	লেক টাউন	১৮.০১

বিডারদের ২৩-১১-২০২৬ তারিখে নিলামের আগে নির্দিষ্ট স্থানে কাজের সময়ের মধ্যে পূর্বনির্ধারিত অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং ব্যাঙ্কের শর্তাবলী মেনে চলার সাপেক্ষে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলি পরিদর্শন ও যাচাই করার অনুমতি দেওয়া হবে। ব্যাঙ্ক সোনার কোল্যাটারালসগুলির গুণমান, বিশুদ্ধতা বা ওজনের গ্যারান্টি দেয় না এবং নিলামে অংশ নেওয়ার আগে বিডারদের এই বিষয়ে নিজেদের সন্তুষ্ট করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। বিডারদের যথাযথভাবে পূরণ করা এবং স্বাক্ষরিত বিডার আবেদনপত্র, GST শংসাপত্র, যাচাইয়ের জন্য মূল কপি সহ বিডারের দ্বারা যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত তাদের সচিত্র পরিচয়পত্র এবং ঠিকানার প্রমাণের অনুলিপি সহ বৈধ KYC নথি এবং লোকেশনে দুটি সাম্প্রতিক ছবি জমা দিতে হবে।

আগ্রহী বিডার/বিডারের প্রতিনিধি/(দের) ব্যাঙ্কে নথিগুলি হস্তান্তর করার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকতে হবে।

ব্যাঙ্ক কোনো কারণ/নোটিশ ছাড়াই নিলাম বাতিল, স্থগিত, পরিবর্তন বা প্রত্যাহার করার, নিলামের স্থান/তারিখ /সময় পরিবর্তন করার, যেকোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার এবং/অথবা সংরক্ষিত মূল্য সংশোধন করার সম্পূর্ণ অধিকার নিজের একক বিবেচনার ভিত্তিতে সংরক্ষণ করে। বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারের বিক্রয় ঋণগ্রহীতা/(দের) একক ঝুঁকি এবং খরচে পরিচালিত হবে এবং তারপরে কোনো প্রকৃতির কোনো দাবি বা আপত্তি গ্রাহ্য করা হবে না।

সঞ্চয়স্থান, মূল্যায়ন, নোটিশ জারি এবং নিলাম প্রক্রিয়া সম্পর্কিত সমস্ত খরচ এবং ব্যয় ঋণগ্রহীতা/(দের) কাছ থেকে আদায় করা হবে এবং/অথবা ঋণগ্রহীতা/(দের) লোন অ্যাকাউন্টে ডেবিট করা হবে। যদি বিডের পরিমাণ লোন অ্যাকাউন্টের পেতব্য পরিমাণ মেটাতে অপর্যাপ্ত হয় তবে গ্রাহকের কাছ থেকে ব্যালেন্স পরিমাণ আদায় করার অধিকার ব্যাঙ্ক সংরক্ষণ করে।

নিলামের শর্তাবলী সম্পর্কে আরও কোনো বিবরণ/সহায়তা/স্পষ্টীকরণের জন্য, বিডাররা শ্রী অনিল গাঙ্গুর্ডের সাথে ৯৯৬৭৭৪২৩৬২ নম্বরে এবং শ্রীমতী অনঘা ঘাঘের সাথে ৯৬১৯৮৫০৪৯১ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

তারিখ : ১৩-১১-২০২৬ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : পশ্চিমবঙ্গ ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বারাসাত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
২য় ফ্লোর, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১,
বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪

বিরাটি ব্রাঞ্চ
৩৪৪ এম বি রোড, ১ম ফ্লোর, বিরাটি, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৫১

পরিশিষ্ট-IV {রুল ৮(১)}
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এ/সি. নং ৪০৬৪৭৫১১০০০০০৯৪ (হোম লোন) এবং ৪০৬৪৬২৮১০০০০০০৩ (টপ আপ লোন)

যেহেতু

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসাবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর ৫৪) এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৩ এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগে **২৯.০৮.২০২৬ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ** জারি করেছেন যেখানে **ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা শ্রী শঙ্কর সরকার এবং সহ-ঋণগ্রহীতা শ্রীমতী হাসি মুধা সরকার, ঠিকানা গ্রাম-নোয়াপাড়া, বারাসাত পোঃ-নোয়াপাড়া, থানা- দত্তপুকুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১২৫**-কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিন(গুলি)-এর মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত **৬৮,৮৯,৫৮৮.৩৬ টাকা (আটষট্টি লক্ষ উননব্বই হাজার পাঁচশ অষ্টআশি টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা)** এবং তার উপর আরও সুদ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ঋণগ্রহীতা উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী **২০২৬ সালের ০৯ নভেম্বর** তারিখে উক্ত রুলসের রুল ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪)-এর অধীনে তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেন **৬৮,৮৯,৫৮৮.৩৬ টাকা (আটষট্টি লক্ষ উননব্বই হাজার পাঁচশ অষ্টআশি টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা)** এবং তার উপর সুদের জন্য **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বিরাটি ব্রাঞ্চের চার্জের সাপেক্ষে হবে।**

সিকিউরড সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

১. শ্রী শঙ্কর সরকারের নামে টাইটেল ডিড নং I-02920/2010 তৌজি নং ১৪৬-এর মধ্যে অবস্থিত, মৌজা-চক বারবেরিয়া, জে.এল. নং-৩৫, আরএস নং ২৪-১/২, আর.এস. খতিয়ান নং ২৮৭, এল.আর. খতিয়ান নং ১৫৬ (জামাত আলী মণ্ডলের নামে)-এর অধীনে, থানা-বারাসাত বর্তমানে দত্তপুকুর, পশ্চিম খিলকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১২৫ (পশ্চিমবঙ্গ)-এ প্রায় ০৯ ছটাক পরিমাপের বাস্তু জমির উপর আবাসিক ভবনের ইকুইটেবল মর্ট

লাউদোহায় জমি বিবাদের বলি বিজেপির যুব নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: পুরনো জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে রক্তাক্ত সংঘর্ষ। লোহার রড ও বাঁশ দিয়ে বেধড়ক মারধরের জেরে মৃত্যু হল ৩৫ বছর বয়সি এক বিজেপি কর্মীর। মৃতের নাম শ্যাম কুমার দাস। তিনি পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার ৪ নম্বর মণ্ডলের যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দুর্গাপুরের লাউদোহা থানার অন্তর্গত জব্বরপল্লি এলাকায়।



মৃতের বাবা পরিমল দাসের অভিযোগ, অজয় নন্দী ও বিজয় নন্দীর সঙ্গে শ্যাম দাসের দীর্ঘদিনের জমি সংক্রান্ত বিবাদ ছিল। সেই পুরনো বিবাদ থেকেই ঘটনার সূত্রপাত। প্রথমে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়। এরপর পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ধারালো অস্ত্র, লোহার রড ও বাঁশ নিয়ে শ্যামের উপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ। তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে দুর্গাপুর ইস্পাত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পিছনে রাজনৈতিক যোগের অভিযোগও সামনে এসেছে। পরিবারের দাবি, অভিযুক্তরা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী। ঘটনা প্রসঙ্গে মন্ডল ৩-এর মন্ডল সভাপতি তারকনাথ ধীবর প্রশ্ন তোলেন, 'এলাকার জমি মাফিয়া একদা তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী বাপি সরকার খুনের রাতে ওই এলাকায় কি করছিল?' তিনি বলেন, 'শ্যাম দাস যখন খুন হয় সেই সময় বাপি সরকার অভিযুক্তদের সঙ্গে এক জায়গায় ছিলেন।' ঘটনায় অভিযুক্ত তাকে ফাঁসানো হয়েছে বলে দাবি করেন। ইতিমধ্যেই লাউদোহার ফরিদপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি লোহার রড উদ্ধার করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত প্রসূন পান্ডে ও বিজয় নন্দীকে আটক করা হয়েছে। অন্যদিকে, অপর অভিযুক্ত অজয় নন্দী এখনও পলাতক। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। পুরনো জমি বিবাদ, তার জেরে প্রাণঘাতী হামলা এবং ঘটনার সঙ্গে রাজনৈতিক যোগের অভিযোগ সব মিলিয়ে জব্বরপল্লি এলাকায় ছড়িয়েছে তীব্র উত্তেজনা। ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং হামলার নেপথ্যে কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

শ্যাম দাসের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে খুন হওয়া বিজেপি নেতা শ্যাম দাসের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর পরিবারের জন্য ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদানের পাশাপাশি, শ্যাম দাসের স্ত্রী যদি কাজ করতে চান, তাহলে রাজ্য সরকারের তরফে তাঁকে একটি চুক্তিভিত্তিক চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার অন্ডাল বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারি,দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোড়ুই। উল্লেখ্য, জমি সংক্রান্ত পুরনো বিবাদের জেরে লোহার রড ও বাঁশ দিয়ে মারধরের অভিযোগে মৃত্যু হয় বিজেপি নেতা শ্যাম দাসের। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এবার তাঁর পরিবারের আর্থিক সহায়তা ও স্ত্রীর কর্মসংস্থানের আশ্বাস দিল রাজ্য সরকার।



ইটভাটায় মহিলা নিরাপত্তায় প্রশ্ন

মহিলাকে গণধর্ষণের অভিযোগে ধৃত দুই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: এক মহিলাকে একা পেয়ে তাকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠলো এলাকার দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার কাঁকসার বিহারপুরে একটি ইটভাটায়। বুধবার রাতে কাঁকসা থানায় নির্যাতিতা মহিলা অভিযোগ জানালে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে কাঁকসা থানার পুলিশ রাতে দুই জনকে



গ্রেপ্তার করে বৃহস্পতিবার মহকুমা আদালতে পেশ করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মহিলা ও তাঁর স্বামী ওই ইট ভাটায় কাজ করেন। কাজের সূত্রে সেখানেই একটি ঘরে থাকতেন। তাঁর স্বামী ভাইফোঁটা নিতে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেই কারনে মহিলা একাই ঘরে ছিলেন। অভিযোগ, সেই সুযোগে দুইজন ঘরে ঢুকে তাঁকে ধর্ষণ করে। মহিলার চিৎকার শুনে আশেপাশের মানুষ ছুটে গেলে ওই দুইজন পালিয়ে যায়। এরপরেই নির্যাতিতা মহিলা স্থানীয়দের সহযোগিতায় কাঁকসা থানায় পৌঁছে অভিযোগ জানান। অভিযোগের ভিত্তিতে দুই জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

ধান কেনার স্বচ্ছতায় জোর

আরামবাগের ছ'টি ব্লকে খুলছে সরকারি ক্রয়কেন্দ্র



নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রাজ্যজুড়ে আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান কেনার প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। সেই লক্ষ্যে আরামবাগ মহকুমার ছ'টি ব্লকে ছ'টি ধান ক্রয় কেন্দ্র বা সিপিসি খোলার প্রস্তুতি শুরু করেছে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো তৈরির কাজ চলছে। এবার প্রতি কুইন্টাল ধানের সহায়ক মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ২ হাজার ৩২০ টাকা। এর পাশাপাশি চাষিদের উৎসাহিত করতে কুইন্টাল প্রতি আরও ২০০ টাকা উৎসাহ ভাতা দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। ধান কেনার প্রক্রিয়া যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়, তার জন্য আগেভাগেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিচ্ছে প্রশাসন। সিপিসিগুলিতে ধান কেনার উপযুক্ত পরিকাঠামো রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। চাষিদের যাতে সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রি করতে গিয়ে কোনও সমস্যায় পড়তে না হয়, সেদিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে। এই বিষয়ে হুগলি জেলা খাদ্য দপ্তর সূত্রে জানা যাচ্ছে, আগামী ১ ডিসেম্বর থেকেই ধান কেনার কাজ শুরু হবে। এবার ধান বিক্রির ক্ষেত্রে বায়োমেট্রিক পদ্ধতি চালু থাকবে। চাষিদের সরাসরি সিপিসিতে এসে ধান বিক্রি করতে হবে। তার আগে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এবং ধান বিক্রির নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্লট বুকিং করতে হবে। ধান বিক্রির ১৫ দিন আগে থেকেই স্লট বুকিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে। বর্তমানে সিপিসিগুলির পরিকাঠামো খতিয়ে দেখার কাজ চলছে। পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ জানান, অবিগত দিনে সহায়ক মূল্যে ধান কেনা নিয়ে নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল। এবার স্বচ্ছতার সঙ্গে ধান কেনার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। ধানের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যও বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে কৃষকরা উপকৃত হবেন। সবমিলিয়ে এখন দেখার, সরকারি এই উদ্যোগের মাধ্যমে প্রকৃত কৃষকরা কতটা সহজে সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রির সুযোগ পান এবং ধান কেনার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা কতটা বজায় থাকে।

উত্তরবঙ্গের স্কুলগুলিতে আধুনিক প্রযুক্তির শিক্ষার উপর জোর বাহিনীর

সোমা মুখোপাধ্যায়

উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ত্রিশক্তি কোর পরিচালিত শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নমূলক উদ্যোগে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ পরিলক্ষিত হল। সীমান্ত এলাকার প্রায় ৬টি স্কুলে ভারতীয় সেনাবাহিনী বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। বিদ্যালয়ের ভবন সংস্কার এবং আধুনিক গ্রন্থাগার তৈরির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার জন্য একটি উন্নত ও অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তি ও সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে 'ড্রোন ফটোগ্রাফি ক্লাব'-এর মতো অভিনব পদক্ষেপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার শিখছে, যা তাদের সৃজনশীলতা এবং ব্যবহারিক দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করছে।



বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের সুস্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে বিদ্যালয়গুলোতে আর.ও জল শোধন প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। সামগ্রিক লক্ষ্য পূরণে সীমান্তবর্তী ও দুর্গম এলাকার তরুণ প্রজন্মের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করা এবং স্থানীয় জনপদের সার্বিক উন্নয়নে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করার জন্য ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সেনাবাহিনীতে যোগদানের প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহ তৈরি করতে হলে তাদের সামনে দেশপ্রেম, সম্মানজনক ক্যারিয়ার এবং রোমাঞ্চকর জীবনের চিত্র তুলে ধরতে হবে বলে মনে করেন সেনাবাহিনীর কর্তৃপক্ষ। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে তাদের মধ্যে নেতৃত্বগুণ এবং দলগতভাবে কাজ করার মানসিকতা তৈরি করে তারা। সেনাবাহিনীর জীবন ও অভিযানের ওপর নির্মিত অনুপ্রেরণামূলক সিনেমা এবং ডকুমেন্টারি দেখার পরামর্শ দেন। সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য শারীরিক সক্ষমতা অত্যন্ত জরুরি। শিক্ষার্থীদের নিয়মিত দৌড়ানো, সাঁতার কাটা এবং অন্যান্য খেলাধুলায় অংশ নিতে উৎসাহ দেন।

ডাইনামিক আর্কেস্ট্রাকচারস লিমিটেড
সিআইএন: L45201WB1996PLC077451
নিবন্ধিত কার্যালয়: ৪০৯, সোয়াইকা সেন্টার, ৪এ, পোলক স্ট্রিট, কলকাতা (প.ব.) ৭০০০০১, ফোন: ০৩৩-২২৩৪২৬৭৩
ওয়েবসাইট: www.dynamicarchistructures.com, ইমেল: info@dynamicarchistructures.com

৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (টাকা কোটিতে ইপিএস ব্যতীত)

ক্র. নং	বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক / চলতি বর্ষ সমাপ্ত	বর্ষের শুরু থেকে তদ্যাবধি পরিসংখ্যান/পূর্ববর্তী বর্ষ সমাপ্ত	পূর্ববর্তী বর্ষে সমাপ্ত সংশ্লিষ্ট ৩ মাস
		৩০.০৯.২০২৬	৩০.০৯.২০২৬	৩০.০৯.২০২৫
১	কার্যাবলী থেকে মোট আয়	০.০৫	৪.৯৪	০.১২
২	উক্ত সময়কালের জন্য নিট মুনাফা / (ক্ষতি) (করের পূর্বে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অস্বাভাবিক দফাসমূহ#)	(২.৫৬)	৪.৪৮	(২.৪৬)
৩	কর পূর্ববর্তী উক্ত সময়কালের জন্য নিট মুনাফা / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অস্বাভাবিক দফাসমূহের পরে#)	(২.৫৬)	৪.৪৮	(২.৪৬)
৪	কর পরবর্তী উক্ত সময়কালের জন্য নিট মুনাফা / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অস্বাভাবিক দফাসমূহের পরে#)	(২.১৯)	৩.৮০	(২.১১)
৫	উক্ত সময়কালের জন্য মোট সামগ্রিক আয় [কর পরবর্তী উক্ত সময়কালের মুনাফা / (ক্ষতি) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত]	(২.১৯)	৩.৮০	(২.১১)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫.০১	৫.০১	৫.০১
৭	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ /- টাকার) (চলমান এবং বন্ধ হয়ে যাওয়া কার্যক্রমের জন্য) -			
	১. মৌলিক :	(৪.৩৭)	৭.৫৯	(৪.২১)
	২. মিশ্রিত :	(৪.৩৭)	৭.৫৯	(৪.২১)

দ্রষ্টব্য: ক উপরোক্ত বিবরণীটি এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে দাখিলকৃত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের একটি সারসংক্ষেপ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট বিএসই-এর ওয়েবসাইটে অর্থাৎ www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে অর্থাৎ www.dynamicarchistructures.com-এ উপলব্ধ রয়েছে। নিচে প্রদত্ত কিউআর কোড স্ক্যান করেও এটি দেখা যেতে পারে।
খ # - ইন্ড এএস বিধিমালা অনুসারে লাভ ও ক্ষতির বিবরণীতে সমন্বয়কৃত ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অস্বাভাবিক দফাসমূহ।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১২.১১.২০২৬

ডাইনামিক আর্কেস্ট্রাকচারস লিমিটেড
স্বা/-
দানমল পোরওয়াল
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএন- 00581351

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড
সিআইএন: L10400WB1907PLC001722
নিবন্ধিত কার্যালয়: ১৭, রয় স্ট্রিট, গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলকাতা-৭০০ ০২০
টেলিফোন নং ০৩৩ ৪০৬২ ৯১২৭, ইমেল: neelachalkolkata@gmail.com

৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী (₹ লক্ষে)

বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত ৬ মাস		সমাপ্ত বর্ষ
	৩০-সেপ্টে.-২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩০-জুন-২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩০-সেপ্টে.-২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩০-সেপ্টে.-২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩০-সেপ্টে.-২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২০২৬ (নিরীক্ষিত)
১. কার্যাবলী থেকে মোট আয় (নিট)	২৯.০৭	২৩.৭০	১৭.৮১	৫২.৭৭	৩৯.৩৫	১১৩.৯২
২. উক্ত সময়কালের জন্য নিট মুনাফা / (ক্ষতি) (করের পূর্বে, ব্যতিক্রমী দফাসমূহ)	১৭.২৭	১৩.৭৬	৫.৬০	৩১.০৩	১৪.৫৫	৫৫.৭৮
৩. উক্ত সময়কালের জন্য নিট মুনাফা / (ক্ষতি) (করের পূর্বে, ব্যতিক্রমী দফাসমূহের পরে)	১৭.২৭	১৩.৭৬	৫.৬০	৩১.০৩	১৪.৫৫	৫৫.৭৮
৪. কর পরবর্তী উক্ত সময়কালের জন্য নিট মুনাফা / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং অস্বাভাবিক দফাসমূহের পরে)	১২.৯২	১০.৩০	৪.১২	২৩.২২	১১.৩৮	৪২.৬৯
৫. (কর পরবর্তী উক্ত সময়কালের মুনাফা/(ক্ষতি) এবং কর পরবর্তী অন্যান্য সামগ্রিক আয় অন্তর্ভুক্ত)	–	–	–	–	–	–
৬. উক্ত সময়কালের জন্য মোট সামগ্রিক আয়	১২.৯২	১০.৩০	৪.১২	২৩.২২	১১.৩৮	৪২.৬৯
৭. পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির ফেস ভ্যালু ₹ ১০/-)	৩১.৪৮	৩১.৪৮	৩১.৪৮	৩১.৪৮	৩১.৪৮	৩১.৪৮
৮. অন্যান্য ইক্যুইটি						১৪০.১৬
৯. শেয়ার প্রতি আয় (১) মৌলিক (₹-তে)	*৪.১১	*৩.২৭	*১.৩১	*৭.৩৮	*৪.৬৩	১৩.৫৬
(২) মিশ্রিত (₹-তে)	*৪.১১	*৩.২৭	*১.৩১	*৭.৩৮	*৪.৬৩	১৩.৫৬

*বার্ষিকীকৃত নয়

দ্রষ্টব্য:
১. ৩০.০৯.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলসমূহ ৩১.০৩.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের বার্ষিক আর্থিক বিবরণীতে অনুসৃত একই হিসাবরক্ষণ নীতিমালার ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে।
২. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলসমূহ ১২.১১.২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
৩. কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ ৩০.০৯.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সীমিত পর্যালোচনা সম্পন্ন করেছেন।
৪. সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী সময়কালের পরিসংখ্যানসমূহ বর্তমান সময়কালের পরিসংখ্যানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

পর্ষদের আদেশানুসারে
নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
তেজেশ দোশী
ডিরেক্টর

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১২ই নভেম্বর, ২০২৬

অ্যাকনিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
সিআইএন : L32902WB1990PLC050020
নিবন্ধিত ও কর্পোরেট কার্যালয় : ""ইকোস্টেশন", ব্লক - বিপি, প্লট নং - ৭, সেক্টর ৫, স্যুট নং - ৫০৪ সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ০৯১, ফোন : (০৩৩) ২৩৬৭-৫৫৫৫ / +৯১ ৮৪২০০ ৪৭৮০১
ইমেল : calcutta@acknitindia.com, ওয়েবসাইট : www.acknitindia.com

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণীর সারসংক্ষেপ (₹ লক্ষে (ইপিএস ব্যতীত))

বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ৩০.০৯.২০২৬	সমাপ্ত অর্ধবর্ষ ৩০.০৯.২০২৬	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ৩০.০৯.২০২৫
কার্যাবলী থেকে মোট আয়	৭৫০৫.৪৮	১৩৭১১.০৫	৬৬৮০.০৮
উক্ত সময়কালের জন্য নিট মুনাফা / (ক্ষতি) (করের পূর্বে)	৩৭৯.০৬	৬৭২.৫৩	১৯১.১৯
উক্ত সময়কালের জন্য নিট মুনাফা / (ক্ষতি) (কর পরবর্তী)	২৭১.০৫	৪৮৯.১৫	১৪০.৭০
উক্ত সময়কালের জন্য মোট সামগ্রিক আয় [(কর পরবর্তী উক্ত সময়কালের মুনাফা / (ক্ষতি) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত)]	২৭১.০৫	৪৮৯.১৫	১৪০.৭০
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩০৪.০০	৩০৪.০০	৩০৪.০০
পূর্ববর্তী বছরের ব্যালেন্স শিটে প্রদর্শিত সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-
শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকার)			
মৌলিক :	৮.৯২	১৬.০৯	৪.৬৩
মিশ্রিত :	৮.৯২	১৬.০৯	৪.৬৩

দ্রষ্টব্য :
ক১. উপরোক্ত বিবরণীটি এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে দাখিলকৃত ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের একটি সারসংক্ষেপ।
২. উপরোক্ত ফলাফলসমূহ নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত হয়েছে এবং ১২.১১.২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
৩. বর্তমান সময়কালের পরিসংখ্যানের সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য পূর্ববর্তী সময়কালের পরিসংখ্যানসমূহ পুনর্বিন্যাস ও পুনঃসজ্জিত করা হয়েছে।
৪. সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণের সীমিত পর্যালোচনা প্রতিবেদনসহ আর্থিক ফলাফলসমূহ বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (https://www.acknitindia.com/i/financial-information) উপলব্ধ রয়েছে।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে এবং তরফে
স্বা/-
শ্রী কিষাণ সরাফ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএন : 00128999

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১২.১১.২০২৬

মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর: L27100WB2010PLC144405
নিবন্ধিত কার্যালয়: ৮/১ লালবাজার স্ট্রিট, বিকানের বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০০১
ই-মেল: info@malcoindia.co.in, ওয়েবসাইট: www.manaksiaaluminium.com
ফোন: +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩/৫০৫৪

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবার্ষিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারসংক্ষেপ

(লক্ষ টাকায়) ইপিএস ব্যতীত

বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত অর্ধবার্ষিক		সমাপ্ত বর্ষ
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
	৩০শে সেপ্টে. ২০২৬	৩০শে জুন ২০২৬	৩০শে সেপ্টে. ২০২৫	৩০শে সেপ্টে. ২০২৬	৩০শে সেপ্টে. ২০২৫	৩১শে মার্চ ২০২৬
কার্যক্রম থেকে মোট আয়	১২৪৭৬.৬৪	১৩,৯৫৮.৯৭	১৩,১২০.৯৩	২৬,৪৩৫.৬১	২৬,৫৬২.৩৭	৫৬,৩৯০.৬৭
করের পূর্বে নিট মুনাফা/(ক্ষতি)	২৭৪.৯৫	৩৯৪.৪৬	১৪০.৮২	৬৬৯.৪১	৩৪৫.৪৬	১,০৪১.৫৪
করের পরে নিট মুনাফা/(ক্ষতি)	১৩৫.৩১	২৮৫.০৬	১১১.১৪	৪২০.৩৭	২৬৬.৯০	৭৫৫.৬১
মোট সমন্বিত আয় [কর পরবর্তী মুনাফা/(ক্ষতি) এবং কর পরবর্তী অন্যান্য সমন্বিত আয় সহ]	১৪৫.৮৬	২৭৭.১৯	১১১.১৪	৪২৩.০৫	২৬৬.৯০	৭৪৭.৬৭
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪
পূর্ববর্তী বছরের ব্যালেন্স শিটে প্রদর্শিত সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-	-	-	১৩,৫৭৯.৫৮
শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১/- টাকা ফেস ভ্যালুর) (বার্ষিকীকৃত নয়):						
(ক) মৌলিক	০.২১	০.৪৩	০.১৭	০.৬৪	০.৪১	১.১৫
(খ) মিশ্রিত	০.২১	০.৪৩	০.১৭	০.৬৪	০.৪১	১.১৫

কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের মূল পরিসংখ্যানসমূহ:

বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত অর্ধবার্ষিক		সমাপ্ত বর্ষ
	৩০শে সেপ্টে. ২০২৬	৩০শে জুন ২০২৬	৩০শে সেপ্টে. ২০২৫	৩০শে সেপ্টে. ২০২৬	৩০শে সেপ্টে. ২০২৫	৩১শে মার্চ ২০২৬
কার্যক্রম থেকে মোট আয়	১২,৪৭৬.৬৪	১৩,৯৫৮.৯৭	১৩,১২০.৯৩	২৬,৪৩৫.৬১	২৬,৫৬২.৩৭	৫৬,৩৯০.৬৭
করের পূর্বে নিট মুনাফা/(ক্ষতি)	২৭৪.৯৫	৩৯৪.৪৬	১৪০.৮২	৬৬৯.৪১	৩৪৫.৪৬	১,০৪১.৫৪
করের পরে নিট মুনাফা/(ক্ষতি)	১৩৫.৩১	২৮৫.০৬	১১১.১৪	৪২০.৩৭	২৬৬.৯০	৭৫৫.৬১
পূর্ববর্তী বছরের ব্যালেন্স শিটে প্রদর্শিত সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-	-	-	১৩,৫৭৯.৫৮

(ক) ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবার্ষিকের জন্য কোম্পানির অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত ও সুপারিশকৃত হয়েছে এবং ১২ই নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের নিজ নিজ সভায় অনুমোদিত হয়েছে। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক এই ফলাফলগুলির সীমিত পর্যালোচনা (লিমিটেড রিভিউ) সম্পন্ন করেছেন এবং এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুসারে ফলাফলগুলি প্রকাশিত হচ্ছে।
(খ) কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের মধ্যে মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড এবং এর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থা মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম ইনকর্পোরেটেড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
(গ) উপরোক্ত বিবরণীটি এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে দাখিলকৃত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারসংক্ষেপ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইট (www.nseindia.com এবং www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.manaksiaaluminium.com)-এ উপলব্ধ রয়েছে এবং আপনি কিউআর (QR) কোড স্ক্যান করেও ফলাফল দেখতে পারেন।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১২.১১.২০২৬

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে ও তরফে
মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড
সুনীল কুমার আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
ডিআইএন: 00091784

DOLLAR
WEAR THE CHANGE
ডলার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
(সিআইএন : L17299WB1

ছটপুজো উপলক্ষে বাড়ি বাড়ি পুজোর সামগ্রী বিলি করলেন বিধায়ক পবন সিং



নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সনাতন ধর্মের অন্যতম প্রাচীন উৎসব ছটপুজো। যা মূলত সূর্যদেব এবং ষষ্ঠী দেবী বা ছঠি মাইয়ার উপাসনার একটি পবিত্র উৎসব। ছটপুজো উপলক্ষে বৃহস্পতিবার ভাটপাড়া পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছট ব্রতীদের হাতে নতুন শাড়ি ও পুজোর সামগ্রী তুলে দিলেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং। বিধায়ক বলেন, প্রতি বছর ছটপুজোয় তিনি ছট ব্রতীদের নতুন শাড়ি উপহার দিয়ে থাকেন। এবছরও দলের তরফে শাড়ি ছাড়াও পুজোর উপকরণ ছট ব্রতীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বিধায়ক পবন কুমার সিং জানান, ছটপুজোর জন্যই শুক্রবার জগদ্দলের গোলঘর জিলিপি ময়দানে মুখ্যমন্ত্রী আসছেন। উনি নিজের হাতে ছট ব্রতীদের হাতে শাড়ি এবং পুজোর সামগ্রী তুলে দেবেন। বিধায়ক আরও জানান, দশ হাজারের বেশি ছট ব্রতীদের শাড়ি-সহ পুজোর সামগ্রী প্রদান করা হবে। পুজোর সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচিতে এদিন বিধায়কের সঙ্গে ছিলেন বিধায়ক প্রতিনিধি রীতেশ কুমার সিং, বিজেপির ভাটপাড়া-২ মণ্ডলের মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ইন্দ্রাণী তিওয়ারি, সুবাই দাস, অরুণ সিং-সহ ওয়ার্ডের কর্মীরা।

‘কোন বিচারপতিরা বিজেপির সমর্থক’, অভিষেককে তালিকা দিতে বলল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিদের একাংশ বিজেপির প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট বলে সম্প্রতি মন্তব্য করেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মন্তব্যের সূত্র ধরেই এবার সরাসরি তাঁর কাছে ‘বিজেপি মনস্ক’ বিচারপতিদের নামের তালিকা চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে বৃহস্পতিবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাও বলেন, আপনার মক্কেলকে জিজ্ঞাসা করে লিস্ট দিতে বলুন কোন বিচারপতিরা বিজেপির সমর্থক আর কারা নয়? এই মামলায় শুনানি শেষ হলেও রায় ঘোষণা স্থগিত রেখেছে আদালত। আপাতত কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশও দেওয়া হয়নি। সাংসদ অভিষেকের জেড প্লাস নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে এক্স ক্যাটেগরিতে নামিয়ে আনার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা করেন তৃণমূল সাংসদ। গত ১১ মে রাজ্য সরকার তাঁর নিরাপত্তার স্তর কমানোর সিদ্ধান্ত নেয়। বৃহস্পতিবার সেই মামলার শুনানিতে রাজ্যের কাছে বিচারপতি জানতে চান, নিরাপত্তা কমানোর আগে কী ধরনের মূল্যায়ন করা হয়েছিল। এইক্ষেত্রে রাজ্যের আইনজীবীর বক্তব্য ছিল, অভিষেকের বিরুদ্ধে কোনও নির্দিষ্ট হুমকির তথ্য বা গোয়েন্দা রিপোর্ট ছিল না। সেই কারণেই জেড প্লাস নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে এক্স ক্যাটেগরির ব্যবস্থা করা হয়। যদিও নভেম্বরের শেষ দিকে সংশ্লিষ্ট কমিটির বৈঠক থেকে বিষয়টি ফের পর্যালোচনা করা হবে বলেও আদালতে জানায় রাজ্য। তবে এই যুক্তিতে সন্তুষ্ট হননি বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। তাঁর প্রশ্ন, কেন বিগত ছ'মাস ধরে অভিষেকের নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে কোনও পর্যালচনা বৈঠক করা হল না? একাধিকবার তিনি আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও রাজ্য কেন নিরাপত্তার বিষয়টি পর্যালোচনা করল না? এদিন শুনানির সময় অভিষেকের সাম্প্রতিক মন্তব্য নিয়েও আদালতে বিতর্ক তৈরি হয়। রাজ্যের তরফে অভিযোগ করা হয়, বিচারপতিদের সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন তৃণমূল সাংসদ। নিরাপত্তা চেয়ে তাঁকে মাসের পর মাস হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টে যেতে হচ্ছে, অথচ তাঁর মামলার শুনানি হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছিলেন তিনি। অন্যদিকে, আদানি সংক্রান্ত মামলা পুজোর ছুটির বেঞ্চে দ্রুত শুনানির জন্য ওঠায় বিচারব্যবস্থার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অভিষেক। কয়েকজন বিচারপতি বিজেপির কাছে নিজেদের মেরুদণ্ড বিক্রি করেছেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি। এই ধরনের বক্তব্যের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা হওয়া উচিত বলে দাবি করে রাজ্য। যদিও অভিষেকের আইনজীবী শোয়েব আলম পাল্টা জানান, তাঁর মক্কেলের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর আইনজীবীর বক্তব্য, কয়েকদিন আগেই তাঁর জন্মদিনে রাত ২টোর সময় তাঁর বাড়ির সামনে তাঁর উপর আক্রমণ করা হয়েছিল। সব মিলিয়ে মোট ৬ বার আক্রান্ত হয়েছেন অভিষেক। এরপরেই অভিষেকের বিচারপতিদের সম্পর্কে করা মন্তব্যের প্রসঙ্গ তুলে নামের তালিকা চাওয়ার কথা বলেন বিচারপতি। এর জবাবে শোয়েব আলম বলেন, বিচারপতিরা জানেন এই ধরনের মন্তব্যের কোন পরিস্থিতিতে হয় এবং কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। তিনি একাধিক বার আক্রান্ত হয়েছে। তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ইওলো বুক অনুযায়ী ওয়াই ক্যাটেগরি নিরাপত্তা পেতেন কিন্তু তাঁর নিরাপত্তা কমিয়ে এক্স ক্যাটাগরি করা হয়েছে অন্তর্বর্তী নির্দেশ হিসাবে। এদিন দু'পক্ষের বক্তব্য শোনার পর মামলার রায় আপাতত সংরক্ষিত রাখেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও।

কড়া নিরাপত্তায় নির্বিঘ্নে সম্পন্ন নৈহাটিতে বড়মার বিসর্জন পর্ব



নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: হাজার হাজার ভক্তের সমাগমে এবং কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে শুক্রবার নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে নৈহাটির ঐতিহ্যবাহী বড়মার বিসর্জন পর্ব। ভক্তদের ভিড় সামাল দিতে গঙ্গাঘাটে প্রচুর পুলিশ মোতায়ন ছিল। মন্দির কমিটির স্বেচ্ছাসেবকরাও ঘাটে হাজির ছিলেন। পাশাপাশি ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি করা হয়। প্রসঙ্গত, বিসর্জনের আগে সোনা-রুপার অলঙ্কার খুলে ফুলের রাজবেশে বড়মাকে সাজানো হয়। এদিন বিকেলে চাকা লাগানো বিশেষ ট্রলিতে চাপিয়ে বড়মাকে আনা হয় ফেরিঘাট লাগোয়া গঙ্গার ঘাটে। সেখানে বড়মাকে বিসর্জন দেওয়া হয়। পুরনো রীতি অনুযায়ী, বড়মার বিসর্জন পর্ব সম্পন্ন হওয়ার পরই নৈহাটির বারোয়ারি পুজোর প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়। বড়মার বিসর্জন পর্বে অংশ নিয়ে বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি তাপস ঘোষ বলেন, বড়মার কৃপায় অশুভ শক্তি নাশ হয়েছে। বড়মার আশীর্বাদে এবার বাংলা আরও এগিয়ে যাবে। অপরদিকে ব্যারাকপুরের মহকুমা শাসক যাদব সূর্যভান আচ্ছেলাল বলেন, অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে গঙ্গাবক্ষে কড়া নজরদারির বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে সমস্ত রকমের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। তবে অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই এদিন নির্বিঘ্নে বড়মার বিসর্জন পর্ব সম্পন্ন হয়েছে।

মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধিতে জোর

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর: যুবসমাজকে মাদকের গ্রাস থেকে দূরে রাখতে এবং সমাজের ইতিবাচক ও গঠনমূলক বিষয়গুলিকে আলোচনার মূলস্রোতে নিয়ে আসতে সংবাদমাধ্যমের প্রতি বিশেষ আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরে আয়োজিত ‘দীপাবলি মিলন’ অনুষ্ঠানে তিনি এই বার্তা দেন। পাশাপাশি, ভারতের তরুণ প্রজন্ম, প্রতিভা এবং প্রযুক্তির শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বের দরবারে ‘দ্য ইন্ডিয়া স্টোরি’কে যথাযথ ভাবে তুলে ধরার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেন প্রধানমন্ত্রী। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীনের উদ্যোগে আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জেপি নাড্ডা-সহ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। অনুষ্ঠানে মাদকাসক্তির ভয়াবহতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ‘মাদকাসক্তির সমস্যা সম্পর্কে আমাদের ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। দেশের যুবসমাজকে এই মারাত্মক ব্যাধি থেকে দূরে রাখতে হবে। সংবাদমাধ্যম যখন সামাজিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়গুলিকে, বিশেষ করে যে বিষয়গুলি জাতীয় ঐক্যকে সুদৃঢ় করে, তাদের পরিসরে জায়গা দেয় এবং নিজেদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করে, তখন তা ‘বিকশিত ভারত’ গঠনের লক্ষ্যকে আরও ত্বরান্বিত করে।’ ভারতের সাফল্য ও ইতিবাচক পরিবর্তনের কাহিনি বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের কাছে রয়েছে তরুণ জনসংখ্যা, মেধা, প্রযুক্তি এবং সুলভ ডেটা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বিশ্বের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার মতো আমাদের কাছে একটি অনবদ্য আখ্যান রয়েছে, যা হলো ‘দ্য ইন্ডিয়া স্টোরি’।’ সংবাদ ও বিনোদন মাধ্যমের বিষয়বস্তু নিয়ে আত্মসমীক্ষার আহ্বান জানিয়ে নরেন্দ্র মোদী আরও বলেন, ‘আমাদের ভেবে দেখতে হবে যে আমাদের তৈরি বিষয়বস্তু বা কনটেন্ট কি সত্যিই ভারতকে প্রতিফলিত করে? আমাদের দেশের সাফল্য, প্রতিভা এবং ইতিবাচক পরিবর্তনগুলি কি পর্যাপ্ত জায়গা পাচ্ছে?

দীপাবলি মিলনে স্মৃতিমেদুর মোদী, সংবাদমাধ্যমের ভূমিকার প্রশংস



নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর: নতুন দিল্লিতে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরে বৃহস্পতিবার এক আন্তরিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হল ‘দীপাবলি মিলন’ অনুষ্ঠান। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীনের উদ্যোগে আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জেপি নাড্ডা-সহ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী ভারতীয় গণতন্ত্রে সংবাদমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং নব্বইয়ের দশকে দলের সংগঠক হিসেবে নিজের কর্মজীবনের পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ করেন। গণতন্ত্রের বিকাশে মুক্ত চিন্তা ও সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, চিন্তার বিশাল বৈচিত্র্য আমাদের গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখে এবং একে প্রাণবন্ত করে তোলে, আর এই প্রক্রিয়ায় ভারতীয় সংবাদমাধ্যম সত্যিই এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দুর্যোগ ও সংকটকালীন পরিস্থিতিতে ফিল্ড রিপোর্টারদের সাহসিকতা ও নিষ্ঠার কথা স্মরণ করে নরেন্দ্র মোদী বলেন, ‘যখন কোনও বিপর্যয় নেমে আসে, তা সে কোনো দুর্ঘটনা হোক, ভূমিকম্প কিংবা ভয়াবহ বন্যা, তখন গোটা বিশ্ব যখন প্রাণ বাঁচাতে ঘটনাস্থল থেকে দূরে সরে যায়, আমাদের ফিল্ড রিপোর্টাররা ঠিক তখনই সোজা সেই বিপদের মুখে ছুটে যান। এই ধরনের নিষ্ঠা ও দায়বদ্ধতা সত্যিই বিরল, এবং আমি সর্বদাই একে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়ে এসেছি।’ গত আড়াই দশকে প্রযুক্তি ও রাজনীতির পরিবর্তনের প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী জানান, ‘গত ২৫ বছরে অনেক কিছুই বদলে গিয়েছে, দেশের বিবর্তন ঘটেছে, বিশ্ব বদলেছে এবং রাজনীতির চরিত্রও পরিবর্তিত হয়েছে। প্রযুক্তির অগ্রগতি সংবাদমাধ্যমের প্রেক্ষাপটকেও আমূল বদলে দিয়েছে। এর ফলে ঐতিহ্যবাহী সংবাদ সংস্থাগুলির কাজ যেমন কিছুটা সহজ হয়েছে, তেমনই একইসঙ্গে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জও সামনে এসেছে।’ বক্তব্যের এক পর্যায়ে নব্বইয়ের দশকে অশোকা রোডের পুরনো বিজেপি দপ্তরে নিজের সাংগঠনিক দায়িত্বের স্মৃতি রোমন্থন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘নব্বইয়ের দশকের শুরুতে আমাকে দু'টি বড় দেশব্যাপী যাত্রার লজিস্টিক বা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সেই সময় একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি পাঠাতে গেলেও হন্যে হয়ে ফ্যাক্স মেশিন খুঁজতে হত! পরবর্তীতে আমি যখন দিল্লিতে আসি, তখনও এই দায়িত্ব পালন করে গিয়েছি, সে সময় দলের দপ্তর ছিল অশোকা রোডে এবং আমরা তখনও ‘দীপাবলি মিলনে’র আয়োজন করতাম। সেই অনুষ্ঠানগুলিতে আমার মূল কাজ ছিল অতিথিদের বসার ব্যবস্থা করা এবং তাঁদের দেখাশোনা করা। সেদিন ক্যামেরার সংখ্যা কম ছিল ঠিকই, কিন্তু আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের উষ্ণতা এবং আন্তরিকতা ছিল ঠিক আজকের মতোই দৃঢ়।’

ছটপূজায় যাওয়ার পথে মৃত একই গ্রামের ১০ জন



কাঠমান্ডু, ১২ নভেম্বর: বৃহস্পতিবার সকালে নেপালের মাকওয়ানপুর জেলায় একটি সড়ক দুর্ঘটনায় দশজন নিহত এবং আরও ছয়জন আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনাটি ঘটে সকাল ৬টা ১০ মিনিটের দিকে, যখন কাঠমান্ডু থেকে সারলাহিগামী একটি যানবাহন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে প্রায় ৭০০ মিটার নিচের একটি খাদে পড়ে যায়। পুলিশের মতে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত যানবাহনটিতে ১৬ জন আরোহী ছিলেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর ভীমফেদি নিরাপত্তা ঘাঁটির একজন ডিএসপির নেতৃত্বে একটি উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। নেপাল সেনাবাহিনী এবং নেপাল পুলিশের একটি যৌথ দলও উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমে যোগ দেয়। নিহতদের মধ্যে পাঁচজন পুরুষ, তিনজন মহিলা এবং দু'জন বালিকা রয়েছে। মাকওয়ানপুর পুলিশের মতে, দুর্ঘটনায় পাঁচজন আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে তিনজন পুরুষ এবং দুজন শিশু। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, ছট পূজা উদযাপনের জন্য সারলাহির নিজ গ্রামে ফেরার পথে যাত্রিবাহী একটি ইলেকট্রিক মাইক্রোবাস ভীমফেদিতে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত সারলাহির চক্রঘাট্টা গ্রাম পুরসভার বাসিন্দা মুকেশ যাদব জানান, তাঁরা দুটি গাড়িতে ভ্রমণ করছিলেন। সামনের গাড়িটি দুর্ঘটনার শিকার হয়। দুর্ঘটনার পর দ্বিতীয় গাড়ির যাত্রীরা পুলিশকে খবর দেন। জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটির সব যাত্রীই ফল ব্যবসায়ী পরিবারের সদস্য ছিলেন। মুকেশ যাদবের ভাষ্যমতে, ছটপূজা উদযাপনের জন্য মোট ১৫ জন একটি গাড়িতে করে গ্রামে ফিরছিলেন। হেতৌন্দা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মুকেশ জানান, তাঁরা ললিতপুরের টিকাথালি থেকে ইলেকট্রিক বাসটি ভাড়া করে রাত ২টার দিকে গ্রামের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। যাত্রীদের অধিকাংশই একই গ্রামের প্রতিবেশী ও আত্মীয় ছিলেন। দুর্ঘটনায় মুকেশের মাথায় ও পিঠে আঘাত লাগলেও তাঁর অবস্থা স্বাভাবিক বলে জানা গিয়েছে। সক্ষম অভ্যন্তরীণ আঘাত পেয়েছেন এবং তিনিও ভালো আছেন। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সহ-মুখপাত্র শৈলেন্দ্র থাপার মতে, আহতদের মধ্যে আরেকজন, সুদান, মাথা ও মুখে আঘাত পেয়েছেন।

ময়দান

কালীঘাট ক্লাবের সঙ্গে হাত মেলাল অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার ক্রীড়াক্ষেত্রে নতুন প্রতিভা তুলে আনা এবং তাদের পেশাদার খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বড় পদক্ষেপ করল অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়। রাজ্যের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান কালীঘাট ক্লাবের সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্বের পথে হাঁটল বিশ্ববিদ্যালয়। দুই প্রতিষ্ঠানের এই যৌথ উদ্যোগের মূল লক্ষ্য, বাংলার প্রতিভাবান তরুণ খেলোয়াড়দের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ, আধুনিক পরিকাঠামো এবং প্রতিযোগিতামূলক মঞ্চ তৈরি করা। ক্লাবের দীর্ঘদিনের ক্রীড়া ঐতিহ্যের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার মেলবন্ধন ঘটিয়েই আগামী দিনের খেলোয়াড় তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।



বৃহস্পতিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই অংশীদারিত্বের কথা ঘোষণা করা হয়। একই অনুষ্ঠানে উন্মোচন করা হয় দলের নতুন জার্সি। উপস্থিত ছিলেন দুই প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ আধিকারিক, ক্রীড়া বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব এবং সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তথা রাইস-অ্যাডামাস গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান অধ্যাপক (ড.) সমিত রায়, অ্যাডামাস টেক কনসাল্টিং প্রাইভেট লিমিটেড ও অ্যাডামাস ইউনাইটেড স্পোর্টসের ডিরেক্টর রজত শুভ্র রায় এবং সৌম্য শুভ্র রায়। এছাড়াও ছিলেন কালীঘাট ক্লাবের প্রতিনিধি বাবলু কোলে, অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া বিভাগের ডিরেক্টর রঞ্জন ভট্টাচার্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-সভাপতি শোভন ভট্টাচার্য। এই উদ্যোগের মাধ্যমে একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকেই প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের চিহ্নিত করার ওপর জোর দেওয়া হবে। পাশাপাশি তাঁদের জন্য পেশাদার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, উন্নত অনুশীলন পরিকাঠামো এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। শুধু প্রতিভার সন্ধান নয়, সেই প্রতিভাকে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাফল্যের উপযুক্ত করে তোলাই দুই প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য। বাংলার বহু সম্ভাবনাময় খেলোয়াড় প্রয়োজনীয় সুযোগ ও পরিকাঠামোর অভাবে পিছিয়ে পড়েন। এই যৌথ উদ্যোগ তাঁদের সামনে নতুন দরজা খুলে দিতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। অংশীদারিত্ব নিয়ে আশাবাদী অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য অধ্যাপক (ড.) সমিত রায়। তিনি বলেন, ‘ঐতিহ্যবাহী কালীঘাট ক্লাবের সঙ্গে আমাদের এই অংশীদারিত্ব বাংলার ক্রীড়াক্ষেত্রকে আরও শক্তিশালী করার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ক্লাবের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সঙ্গে অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ ও ক্রীড়া পরিকাঠামোর সমন্বয়ের মাধ্যমে আমরা তরুণ প্রতিভাদের তুলে আনতে চাই। পাশাপাশি খেলোয়াড়দের উন্নত প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের আরও বেশি সুযোগ করে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।’



কর্নাটকের বিরুদ্ধে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির এলিট পর্বের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামার আগে বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে অনুশীলনে নামল বাংলার সিনিয়র পুরুষ ক্রিকেট দল। দলের প্রধান কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্ল এবং সহকারী কোচ সুরেন্দ্র ভাবের তত্ত্বাবধানে এ দিন প্রথম অনুশীলন সারলেন বাংলার ক্রিকেটাররা।

ফাইনালে ফের ভারত-পাকিস্তান

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাবা বীরেন্দ্র সেহওয়াগের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের ঝলক দেখালেন ছেলে আর্যবীর। তাঁর অর্ধশতরান এবং অধিনায়ক লক্ষ্য রাজেশ রাইচান্দানির দুরন্ত ৯৩ রানের ইনিংসে ভর করে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে উঠে গেল ভারত। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে আফগানিস্তানকে আট উইকেটে হারাল ভারতীয় যুব দল। এবার খেতাবি লড়াইয়ে প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। গ্রুপ পর্বে এই পাকিস্তানের কাছেই হারতে হয়েছিল ভারতকে। ফলে ফাইনালে বদলার হাতছানিও থাকছে। প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে আট উইকেটে হারিয়ে ২২৭ রান তোলে আফগানিস্তান। ভারতীয় বোলারদের নিয়ন্ত্রিত আক্রমণে বড় রান করতে পারেনি তারা। জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় ভারত। ওপেনিং জুটিতে ১১৭ রান যোগ করেন লক্ষ্য ও আর্যবীর। ৯০ বলে ৯৩ রান করে আউট হন অধিনায়ক। অন্য দিকে, ৫০ রান করে সাজঘরে ফেরেন সেহওয়াগ-পুত্র। তাঁর ব্যাটিংয়ে বাবার আগ্রাসী মেজাজের ছাপ স্পষ্ট। তিন নম্বরে নেমে ভিকে বিনীত ৫৯ বলে অপরাজিত ৫০ রান করেন। যশবর্ধন চৌহান ১২ বলে ১৫ রানে অপরাজিত থাকেন। ৩৬.৫ ওভারেই ২ উইকেট হারিয়ে জয় নিশ্চিত করে ভারত। আফগানিস্তানের হয়ে সোহেল খান ১টি এবং নূর আলি নিয়াজি ১টি উইকেট নেন। ভারতের বোলারদের মধ্যে প্রত্যেকের সম্পূর্ণ হিসাব স্কোরবোর্ডে রয়েছে। ম্যাচের সেরা হন লক্ষ্য। এবার ১৪ নভেম্বর ফাইনালে পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে ভারত। গতবারের ফাইনালেও পাকিস্তানের কাছে হারতে হয়েছিল ভারতকে। এবার সেই আক্ষেপ মুছে ট্রফি জয়ের সুযোগ তরুণদের সামনে।

নিউজিল্যান্ডের কাছে পাঁচ গোলের ধাক্কা, ভারতকে ডোবাল রক্ষণ! একা কুম্ভ কাইথ

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিউজিল্যান্ডের আক্রমণের সামনে কার্যত অসহায় আত্মসমর্পণ ভারতীয় ফুটবল দলের। অকল্যান্ডে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে ০-৫ গোলে হারল খালিদ জামিলের দল। পাঁচ গোল হজম করলেও ব্যবধান আরও বাড়তে পারত। ভারতকে আরও বড় লজ্জার হাত থেকে বাঁচালেন গোলকিপার বিশাল কাইথ। একের পর এক আক্রমণ রুখে ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ সেভ করলেন তিনি। এমনকী দ্বিতীয়ার্ধে পেনাল্টিও আটকে দিলেন। ম্যাচের শুরু থেকেই ভারতীয় রক্ষণকে চাপে ফেলে নিউজিল্যান্ড। মাত্র ৫ মিনিটেই আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় তারা। বিজয় ভার্গিসের পায়ে লেগে বল জালে জড়িয়ে যায়। ৩৪ মিনিটে জেসি র‍্যান্ডাল ব্যবধান বাড়ান। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার ঠিক আগে নিজের দ্বিতীয় গোল করে ভারতীয় শিবিরের উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে দেন তিনি। বিরতির সময় স্কোরলাইন ৩-০। দ্বিতীয়ার্ধেও ছবিটা বদলায়নি। ৫৭ মিনিটে অধিনায়ক ক্রিস উড হেডারে চতুর্থ গোল করেন। ৭৪ মিনিটে লাচলান বেলিসের দুরন্ত শটে আসে পঞ্চম গোল। আন্তর্জাতিক ফুটবলে এটিই ছিল তাঁর প্রথম গোল। নিউজিল্যান্ডের আক্রমণের সামনে ভারতীয় রক্ষণকে বারবার ছন্নছাড়া দেখিয়েছে। মাঝমাঠ থেকেও সেভাবে বলের জোগান মেলেনি। ফলে আক্রমণে ওঠার সুযোগই তৈরি করতে পারেনি ভারত। তবে এই ম্যাচে ভারতের একমাত্র উজ্জ্বল মুখ কাইথ। ৭৭ মিনিটে আকাশ মিশ্রের হাতে বল লাগায় পেনাল্টি পায় নিউজিল্যান্ড। কিন্তু বিল তুইলোয়ামার শট আটকে দেন ভারতীয় গোলকিপার। তার আগেও একাধিক নিশ্চিত গোল বাঁচিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, ভারতের আক্রমণ ছিল নিষ্প্রভ। মনবীর সিংয়ের



একটি শট সহজেই আটকে দেন নিউজিল্যান্ডের গোলকিপার অ্যালেক্স পলসেন। লিস্টন কোলাসোর প্রচেষ্টাও কাজে আসেনি। ফিফা ক্রমতালিকায় নিউজিল্যান্ড ৮৮ নম্বরে, ভারত ১৩৮। মাঠের পারফরম্যান্সেও দুই দলের ব্যবধান স্পষ্ট। বিশ্বকাপ খেলা দলগুলির বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক চার ম্যাচে ১৬ গোল হজম করে মাত্র দু'টি গোল করেছে ভারত। এই হার ফের প্রশ্ন তুলে দিল জাতীয় দলের রক্ষণ এবং আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে।

TENDER

Sealed tenders are invited by the Executive Assistant, Rahamatpur Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Goas, Nadia. **NIT NO- RGP/ 529/15th FC tied/2026,** Last date of application **18.11.2026 up to 2p.m.** For details please contact to the office.

Sd/- Executive Assistant, Rahamatpur Gram Panchayat.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

KMDA TENDER NOTICE

e-NIT No: 11/KMDA/CIVIL/EE/ ECPD-II/E&AM of 2026-27

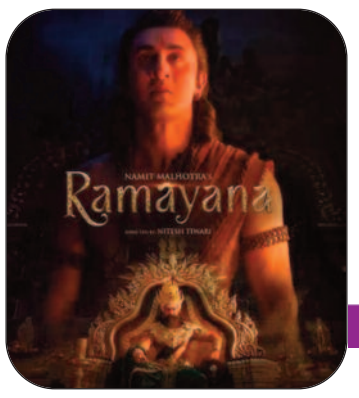
Online e-Tender is invited by the Executive Engineer, ECPD-II, E&AM Sector, KMDA, S.T.P. Compound, Anandapur, Kolkata-700107, from reliable, resourceful, bonafide / eligible firms / companies / individual / Joint Venture agencies, for the work, **Name of Work, Estimated Cost, Earnest Money, Time of Completion,** Annual Maintenance within the office premises of ECPD-II at Anandapur, Kolkata-700107 for a period of 12 months from 01.01.2027 to 31.12.2027., Rs.2,27,596/-, Rs.4,560/-, 12 months, **Last date & time of online Bid submission:** 27/11/2026 Time: 14.30 hrs. for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-745)**

www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in

ICA- T19851(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ

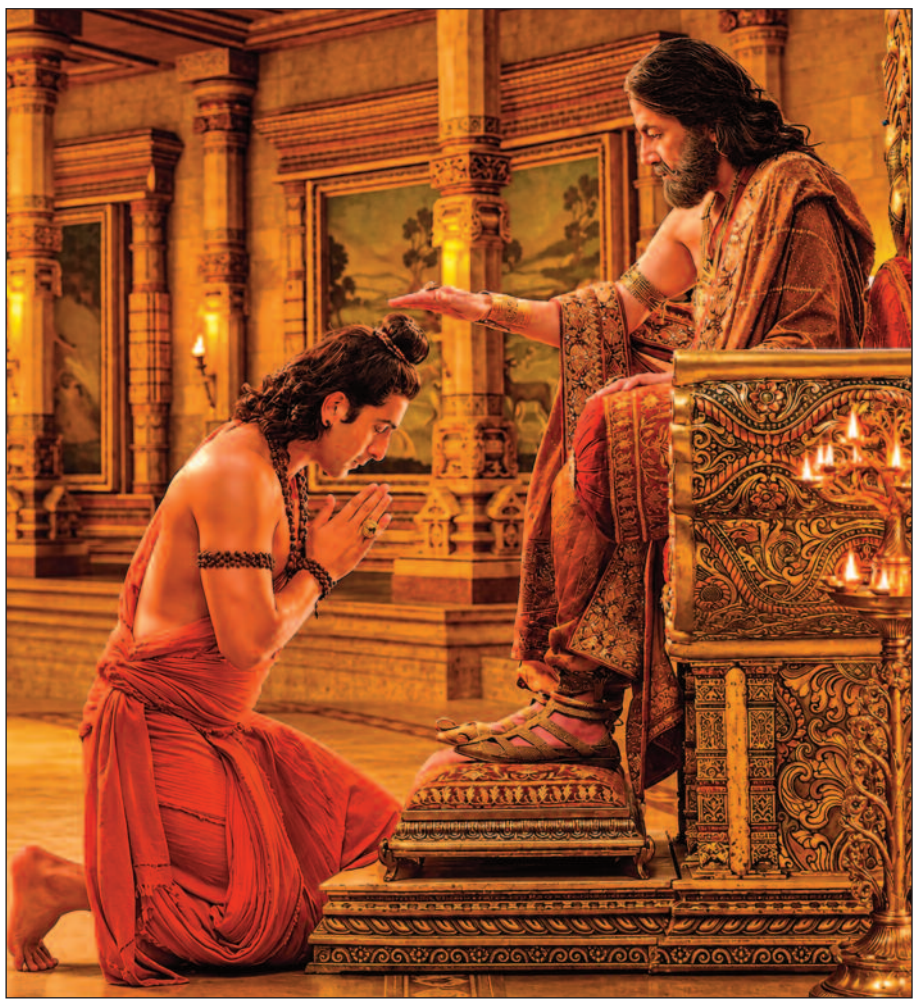


একদিন বায়োস্কোপ



রামায়ণ

পৌরাণিক গাথার অনবদ্য পুনর্নির্মাণ



সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

কালের সীমানা পেরিয়ে আসা এক গল্প, কল্পনারও অতীত এক দৃশ্যকাব্য

কিছু গল্প কেবল বলা হয় না; বরং সেগুলো প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে উত্তরাধিকার সূত্রে চলে আসে, মানুষ মনে রাখে এবং পরম মমতায় আগলে রাখে। 'রামায়ণ' তেমনই এক কালজয়ী মহাকাব্য। এই অসাধারণ আখ্যানকে বড় পর্দায় তুলে আনা কেবল একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজ নয়, বরং এটি এক বিশাল দায়িত্ব। 'রামায়ণ রাইজ অফ আ লিজেন্ড'-এর মাধ্যমে পরিচালক নীতেশ তিওয়ারি ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় এই মহাকাব্যটিকে এক চমৎকার চলচ্চিত্রিক অভিজ্ঞতায় রূপ দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন।

শুধুমাত্র ধর্মীয় পরিচিতি বা নস্টালজিয়ার ওপর নির্ভর না করে, এই চলচ্চিত্রটি এমন এক পৌরাণিক জগৎ তৈরির চেষ্টা করেছে, যা অসাধারণ সব চরিত্র, জমকালো যুদ্ধদৃশ্য, আবেগঘন দ্বন্দ্ব এবং বিশাল ক্যানভাসের দৃশ্যায়নে পরিপূর্ণ।

এর ফলাফল হলো এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী চলচ্চিত্রিক অভিযান, যা তার দৃশ্যগত জাঁকজমক দিয়ে মুগ্ধ করে; যদিও মূল মহাকাব্যের যে গভীর আবেগ থাকা প্রয়োজন, তা সবসময় এখানে পুরোপুরি ফুটে ওঠেনি।

পরিচালনা ও গল্প বলা

এত চ্যালেঞ্জিং একটি বিষয় বেছে নেওয়ার জন্য পরিচালক নীতেশ তিওয়ারি প্রশংসার দাবি রাখেন। 'দঙ্গল' (Dangal) বা 'ছিছোড়ে' (Chhichhore)-এর মতো চলচ্চিত্রে নিজের গল্প বলার দক্ষতা প্রমাণ করার পর, তিনি এবার সম্পূর্ণ ভিন্ন এক চলচ্চিত্রিক ক্ষেত্রে পা রেখেছেন।



তাঁর সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো একটি বিশাল পৌরাণিক জগৎ সৃষ্টি করা। প্রোডাকশন ডিজাইন, সুনিপুণ সেট, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং অ্যাকশন দৃশ্যগুলো চলচ্চিত্রটিকে এক আন্তর্জাতিক মানের রূপ দিয়েছে।

তবে, চিত্রনাট্যটি মাঝে মাঝে কিছুটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়। রামায়ণের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আবেগীয় সম্পর্ক এবং দার্শনিক দিক আরও বেশি মনোযোগ পেতে পারত। চলচ্চিত্রটিতে মাঝে মাঝে গভীর মানবিক আবেগের চেয়ে দৃশ্যগত জাঁকজমককেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে;অথচ এই মানবিক আবেগগুলোই মহাকাব্যটিকে অমর করে রেখেছে।

বিশাল পরিসর, চিত্তাকর্ষক দৃশ্যপট এবং সুনিপুণ প্রোডাকশন ডিজাইন মিলে একটি গভীর ও নিমগ্ন চলচ্চিত্রিক জগৎ তৈরি করেছে।শক্তিশালী অভিনয়শিল্পী এবং শিল্পী নির্বাচন এই ছবিকে সমৃদ্ধ করেছে।রণবীর কাপুর এবং যশ; উভয়েই নিজ নিজ চরিত্রে অত্যন্ত জোরালো ছাপ ফেলেছেন। এ আর রহমান এবং হ্যান্স জিমারের যৌথ প্রয়াস চলচ্চিত্রটিকে একটি আন্তর্জাতিক সংগীত-পরিচয় দিয়েছে। দেবতা, দানব, রাজ্য এবং প্রাচীন ঐতিহ্যের জগৎকে জীবন্ত করে তোলার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। নীতেশ তিওয়ারির দূরদৃষ্টি খুবই তীব্র। সাংস্কৃতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কারিগরি দিক থেকে অত্যন্ত জটিল একটি প্রকল্প হাতে নেওয়ার জন্য পরিচালক প্রশংসার দাবি রাখেন।তবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়া সত্ত্বেও, চলচ্চিত্রটি পুরোপুরি ত্রুটিমুক্ত নয়। কম্পিউটার-জেনারেটেড কিছু দৃশ্য কৃত্রিম মনে হয়, যা নির্দিষ্ট কিছু মুহূর্তের বাস্তবধর্মী আবেদনকে ক্ষুণ্ণ করে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সেই গভীর আবেগীয় তীব্রতার অভাব রয়েছে, যা মূল মহাকাব্যের দাবি।প্রায় তিন ঘণ্টা পনেরো মিনিটের এই চলচ্চিত্রটি মাঝে মাঝে দীর্ঘায়িত মনে হয়; কিছু অংশ আরও সুনিপুণভাবে সম্পাদনা করা যেত। যদিও নেপথ্য সংগীত বেশ উচ্চাকাঙ্ক্ষী, তবে গানগুলো সবসময় দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলতে পারে না। কিছু চরিত্রের ক্ষেত্রে আরও আবেগীয় বিকাশ এবং বর্ণনামূলক মনোযোগের প্রয়োজন ছিল।

সবশেষে আরেকটি কথা না বললে নয় সিনেমাটিতে রাবণ এবং জটায়ুর যুদ্ধে দৃশ্য দেখলে মন ভরে যায়। এক্ষেত্রে এটি সিনেমার একটি সার্থকতা বললেই চলে। সিনেমার একদম শেষে পোস্ট ক্রেডিট হিসেবে হনুমানের এন্ট্রি মুগ্ধ করে দেয়।

হনুমানের চরিত্রে সানি দেওলের হল কাঁপানো 'জয় শ্রীরাম' সংলাপটিও অসাধারণ। সবমিলিয়ে 'রামায়ণ' প্রথম পর্ব পৌরাণিকা থাকে তুলে ধরার একটি ভালো প্রচেষ্টা বলেই চলে।



কাউরিবুড়ির মন্দির এক অন্ধ বিশ্বাস ও অলৌকিকতার অপূর্ব মেলবন্ধন

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

কিছু গল্প আমাদের ভূতের ভয় দেখায়, আবার কিছু গল্প ভয় জাগায় বিস্মৃত ইতিহাস, প্রাচীন বিশ্বাস আর অতিপ্রাকৃত রহস্যের মাধ্যমে। সায়ন্তন ঘোষাল পরিচালিত বাংলা ওয়েব সিরিজ 'কাউরিবুড়ির মন্দির' দ্বিতীয় ধারার অন্তর্ভুক্ত। এই সিরিজটি দর্শকদের এমন এক রহস্যময় জগতে নিয়ে যায়, যেখানে লোককথা, পুরাণ, অভিশাপ আর মানবিক আবেগ মিলেমিশে তৈরি করে এক গা ছমছমে ভয়ের পরিবেশ।

গল্পটি আবর্তিত হয় ভবতারণ নামের এক জ্যোতিষীকে কেন্দ্র করে। একসময় তিনি যাকে ভালোবাসতেন, সেই নারীর জীবনে নেমে আসা এক রহস্যময় অভিশাপ ভবতারণকে জড়িয়ে ফেলে এক ভয়াবহ রহস্যের জালে। অভিশপ্ত বনাঞ্চলে তার এই যাত্রা ধীরে ধীরে উন্মোচন করে এক প্রাচীন সম্প্রদায়, অন্ধকারাচ্ছন্ন আচার-অনুষ্ঠান এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লুকিয়ে থাকা এক ভয়ানক উত্তরাধিকারকে। শুরুতে যা কেবল উত্তরের সন্ধান বলে মনে হয়েছিল, তা দ্রুতই অতিপ্রাকৃত শক্তির বিরুদ্ধে এক লড়াইয়ে পরিণত হয়।

এই সিরিজের অন্যতম আকর্ষণ হলো ভয়ের ভিত্তি হিসেবে লোককথা ও পুরাণের ব্যবহার। সচরাচর দেখা যায় এমন ভূত বা হঠাৎ চমকে দেওয়ার মতো কৌশলের (জাম্প স্কেয়ার) ওপর পুরোপুরি নির্ভর না করে, এটি রহস্যময় পরিবেশ, প্রাচীন গোপন তথ্য এবং অস্বস্তিকর ধর্মীয় রীতিনীতির মাধ্যমে ভয় জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে। শতাব্দীর অন্ধকার ইতিহাস বহনকারী একটি পুরোনো মন্দিরের ধারণাটি কাহিনিকে এক অনন্য মাত্রা দিয়েছে।

অভিনয়শিল্পীদের কাজও এই সিরিজের অন্যতম বড় আকর্ষণ। ভবতারণের চরিত্রে জিতু কমল দারুণ মানানসই; অন্যদিকে পাওলি দাম ও সোলাঙ্কি রায় কাহিনিতে গভীরতা ও রহস্যময়তা যোগ করেছেন। শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতি পুরো অভিনয়শৈলীকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে। গল্পের প্রয়োজনে যে রহস্যময় আবহ তৈরি করা প্রয়োজন ছিল, তাতে শিল্পীরা দারুণ অবদান রেখেছেন।



পরিচালক সায়ন্তন ঘোষাল এমন একটি বিষয় বেছে নেওয়ার জন্য প্রশংসার দাবি রাখেন, যা বাংলা হরর গল্পের এক অপরিচিত দিককে তুলে ধরে। ছয় পর্বের এই সিরিজটি কাহিনিকে বেশ সুসংহত রেখেছে এবং মূল রহস্যটিকে বিভিন্ন ধাপের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হতে সাহায্য করেছে।

তবে, সিরিজটিতে কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। কোনো কোনো জায়গায় গল্প বলার ধরন আরও আকর্ষণীয় হতে পারত, আর পুরাণের কিছু বিষয় নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ ছিল। লোককথার পেছনের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আরও গভীর ধারণা থাকলে অভিজ্ঞতাটি আরও অর্থবহ হয়ে উঠত।

অতিপ্রাকৃত ভয় এবং আবেগঘন গল্পের মধ্যে ভারসাম্যটিও আরও জোরালো হতে পারত।

'কাউরিবুড়ির মন্দির'-এর সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হলো এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, ভয় সবসময় কেবল অজানা কোনো উৎস থেকেই আসে না; মাঝে মাঝে এটি উঠে আসে বিস্মৃত সব গল্প, ব্যাখ্যাতীত বিশ্বাস এবং ইতিহাসের পাতায় চাপা পড়া গোপন রহস্য থেকে। সিরিজটি হয়তো নিখুঁত কোনো হরর অভিজ্ঞতা নয়, তবে এর ব্যতিক্রমী প্রেক্ষাপট এবং রহস্যময় পরিবেশ একে দেখার মতো করে তোলে।

'কাউরিবুড়ির মন্দির' বাংলা পৌরাণিক হরর ঘরানায় একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী সংযোজন। এতে রয়েছে রহস্য, লোককথা, অতিপ্রাকৃত উপাদান এবং নাটকীয় অভিনয়ের এক চমৎকার সংমিশ্রণ। যদিও এর নির্মাণশৈলী আরও পরিশীলিত হতে পারত, তবুও এটি এমন এক আকর্ষণীয় জগৎ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে, যা শেষ পর্ব দেখার পরেও দর্শকের মনে গেঁথে থাকে।

আড়ালে থাকা সামাজিক বাস্তবকে তুলে ধরল বহুরূপী দ্য গোল্ডেন ডাকু

শুভজিৎ বসাক

'সংসার সুখী হয় রমণীর গুণে এবং তছনছ হয়ও রমণীর লোভে'; এই চিরন্তন প্রবাদের এক আধুনিক ও নির্মম প্রতিফলন অত্যন্ত সুনিপুণ দক্ষতায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা সিনেমা 'বহুরূপী দ্য গোল্ডেন ডাকু'-র পর্দায়। ছবির গল্পে আইসি তথা পুলিশ অফিসার অয়ন ব্যানার্জির স্ত্রী রশ্মির সীমাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও বৈভবের নেশা গোটা পরিবারকে এক অন্ধকার খাদের কিনারায় ঠেলে দেয়। অয়ন যখন সততা ও নীতিকে সম্বল করে একটি সাধারণ জীবন কাটাতে চেয়েছিল, তখন রশ্মির চাপের মুখেই সে স্থানীয় বালি ও পাথর মাফিয়াদের সাথে হাত মেলাতে এবং বেআইনি তোলাবাজি চালাতে বাধ্য হয়। প্রশাসনের সামান্য কড়াকড়িতেও লোভের পারদ এতটুকু নামে না; বরং টাকার পরিমাণ কমলেই স্বামীকে অন্যত্র বদলি করে দেওয়ার হুমকি দিতে দ্বিধাবোধ করে না সে। এই সিক্যুয়েলধর্মী বাস্তবধর্মী প্লটে দেখা যায়, অতীতের অপরাধের জগৎ থেকে ফিরে আসা শিবপ্রসাদ ওরফে বিক্রম প্রামাণিককে তার নাবালক ছেলেকে বাঁচানোর অছিলায় ফের বহুরূপী সাজতে বাধ্য করা হয়। পরিশেষে, সরকারি নিয়মের বেড়াজাল ও আইনি মারপ্যাচে সেই লোভী অয়ন ও তার স্ত্রী সর্বস্বান্ত হয়। এই চিত্রনাট্য কেবল কোনো কাল্পনিক বিনোদন নয়, বরং এর আড়ালে পরিচালক তুলে ধরেছেন এমন এক গভীর সামাজিক সত্য, যেখানে স্ত্রীর অনৈতিক জেদ ও বিলাসী আবদারের কাছে নতিস্বীকার করে একজন স্বামী কীভাবে ধীরে ধীরে দুর্নীতির অতল গহ্বরে তলিয়ে যান।

সিনেমার এই প্রেক্ষাপট থেকে বাস্তবে চোখ রাখলে দেখা যায়, আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ ঠিক একই চিত্র প্রকট হয়ে উঠেছে। বাস্তব জীবনের অপরাধ ও পারিবারিক কলহের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে, বর্তমান সমাজের প্রায় ষাট থেকে সত্তর শতাংশ পারিবারিক অসন্তোষ এবং দুর্নীতির মূল অনুঘটক হলো এই লাগামছাড়া উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও বেহিসেবি লোভ। সমাজতাত্ত্বিক তথ্যাদি অনুযায়ী, শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোতে অর্থনৈতিক অপরাধের একটি বড় অংশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অতিরিক্ত জীবনযাত্রার খরচ, ফ্ল্যাট কালচার এবং নিউক্লিয়ার পরিবারের আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা জড়িয়ে রয়েছে। যৌথ পরিবারের গণ্ডি পেরিয়ে যখন স্বামী-স্ত্রী দুজনে আলাদা একটি স্বাধীন



পরিসরে এসে দাঁড়ান, তখন আকাশছোঁয়া চাহিদার পাল্লা ভারী হতে থাকে। পরিসংখ্যান বলছে, শহরাঞ্চলে বিগত কয়েক বছরে জীবনযাত্রার ব্যয় প্রায় চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও মানুষের বাহ্যিক প্রদর্শনী ও বিলাসবহুল জীবনযাপনের চাহিদা বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ। এই ব্যবধান পূরণ করতে গিয়েই বহু পুরুষ সততার পথ ছেড়ে শর্টকাট বা দুর্নীতির আশ্রয় নিতে বাধ্য হন, যার নেপথ্যে অনেক সময়ই কাজ করে স্ত্রীর মানসিক চাপ, সামাজিক তুলনার জিগির এবং অভাবের সংসারেও বড়লোক দেখানোর অদম্য জেদ।

এই বাস্তব সংকটের পেছনে বর্তমানে আরও একটি মারাত্মক অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে সোশ্যাল মিডিয়ার সস্তা ও একপেশে মোটিভেশনাল রিল বা ভিডিওগুলোর ক্ষতিকর প্রভাব। এই ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মগুলোতে প্রতিনিয়ত এমন কিছু কনটেন্ট ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যা বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক বিপজ্জনক দূরত্ব ও অহংকার তৈরি করে। সেখানে সঙ্গীর বাড়ির লোকজনকে বা যৌথ পরিবারের সংস্কার ও মূল্যবোধকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে কেবল নিজের ব্যক্তিস্বার্থ ও একতরফা অধিকারকে ফুলিয়ে-পাপিয়ে দেখানো হয়। ফলস্বরূপ, নতুন প্রজন্মের অনেকেই পারিপার্শ্বিক প্রগতির অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে স্বামীর ওপর মানসিক অত্যাচার বাড়াতে এবং তাকে দিয়ে বেআইনি কাজ করাতে দুবার ভাবেন না। তাছাড়া, আইনগতভাবে নারীদের সুরক্ষার জন্য নির্দিষ্ট কিছু আইনি সুবিধা থাকলেও, বর্তমানের কিছু ক্ষেত্রে সেই আইনগুলোর নৈতিক অপব্যবহার করে স্বামীদের নানাবিধ পারিবারিক ও মানসিক জটিলতায় ফেলার হুমকি দেওয়ার প্রবণতাও আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই মনস্তাত্ত্বিক ব্ল্যাকমেলের শিকার হয়ে বহু পুরুষ আজ চরম মানসিক অবসাদ এবং অনৈতিক কাজের জালে জড়িয়ে পড়ছেন, যা তাদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পেশাদারিত্বকেও চিরতরে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

এই সামগ্রিক পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত এক অনিবার্য ও ধ্বংসাত্মক পরিণতি ডেকে আনে, যা 'বহুরূপী দ্য গোল্ডেন ডাকু' সিনেমাটি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। লোভের পরিণাম যে কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে, তা শুধু একটি পরিবারকে ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং তা পুরো সমাজব্যবস্থাকে ভিতর থেকে পচিয়ে দেয়। অথচ আমাদের মনে রাখা দরকার, মানুষ হিসেবে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে পরিমাণ মৌলিক উপকরণের প্রয়োজন, তা কিছুটা অভাব বা মধ্যবিত্তের সীমার মধ্যেও সততার সাথে সম্মানজনকভাবে অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু বর্তমানের এই ক্ষণস্থায়ী গ্ল্যামার, ফ্ল্যাট কালচারের ইঁদুরদৌড় ও বাহ্যিক প্রদর্শনী সর্বস্ব জীবন আমাদের সেই সহজ ও চিরন্তন সত্যটিকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। দিনশেষে রশ্মির মতো চরিত্রগুলোর সাময়িক জয় বা লোভের জয়রথ শেষপর্যন্ত সমগ্র পরিবার এবং সমাজকে ছাইয়ে পরিণত করে, যেখানে সাধারণ ভাবে কিছুটা অভাব নিয়ে বেঁচে থাকার শান্তিটুকুও চিরতরে হারিয়ে যায়।